রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ

"Cucullus non facit monuchum."

পূর্ব্বভাষ

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত উভয়েই ধর্ম্ম লইয়া ইদানীং সবিশেষ আলোচনা করিয়া থাকেন। উভয়েই স্ব স্ব ব্রহ্মবিদ্যার ব্যোমযানে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মজগৎ পরিবীক্ষণ করেন। তাঁহাদের এই ব্রহ্মতত্ত্ব ও তদুপলব্ধ ধর্ম্মমত বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধদ্বয়ে সমালোচিত হইয়াছে। শিক্ষিত বঙ্গের সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ আদিব্রাহ্মসমাজের অধুনাতন অন্যতম আচার্য্য, আর হীরেন্দ্রনাথ থিয়সফি-ধর্ম্মসমাজের একজন খ্যাতনামা প্রচারক। বিগত বৈশাখের দশমদিবসে শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ শ্রীপাট খড়দহধামের প্রান্তবর্ত্তী টিটাগড় গ্রামস্থ "বিশালাক্ষী-Lodge"এ "Theosophy and Hinduism" নামক বক্তৃতায় থিয়সফি-ধর্ম্মের মর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের সহিত তাহার সম্বন্ধ বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা করেন। আর, গত আষাঢ় মাসের "বঙ্গদর্শন" পত্রে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-গ্রন্থ-বিশেষের সমালোচনে ভগবদবতার-প্রসঙ্গে স্বীয় ব্রাহ্ম বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। তাঁহাদের এই দুই ধর্ম্মমতের খণ্ডন জন্য প্রবন্ধ দুইটি লিখিত হইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ এক প্রবন্ধে বৈষ্ণবধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তি নির্দ্দেশিত হইয়াছে ও অপর প্রবন্ধে আর্য্যধর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য-গৌরব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্নসূত্রজাত বিভিন্ন হস্তের দুই প্রবন্ধ যে একবন্ধে প্রকাশিত হইল, ঘটনা-সঙ্ঘটন-চক্রই তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ। প্রবন্ধকার-দ্বয়ের আত্মগত অভিন্ন সম্বন্ধ এই সাহিত্যিক মিলনে সম্পূর্ণ কাকতালীয়ন্যায়বৎ হইয়াছে, কি উহা এই মিলনসাধনের এক বিশেষ সুযোগ উপস্থিত করিয়াছে—তাহার সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন বিচারেরই কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যিনি যে

প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তিনিই তৎপ্রবন্ধ সম্বন্ধীয় সর্ববিষয়ের জন্য দায়ী। একের বাদ বা ভ্রমপ্রমাদের জন্য অন্যের উত্তরদানের অপেক্ষা নাই; পক্ষে—একের প্রশংসা বা নিন্দার ভাগগ্রহণে অপরের কোন অধিকারও নাই। তবে, প্রবন্ধ দুইটি বিভিন্ন হইলেও একই উদ্দেশ্যে লিখিত। ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্ধকারে বিপন্ন পথিককে সনাতন-ধর্ম্মের আলোক-পতাকা-প্রদর্শন এক প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; আর, থিয়সফির কুজ্ঝটিকায় দিগ্‌ভ্রান্ত পান্থকে আর্য্যধর্ম্মের তূর্য্য-সঙ্কেত-জ্ঞাপন অপর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্যে এই ঐক্য আছে বলিয়াই তাহারা একত্র গ্রথিত হইয়াছে।

প্রথম প্রবন্ধটি গত শ্রাবণের শেষে আর দ্বিতীয়টি তৎপূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠের প্রথমে লিখিত হয়। জন্ম ও কলেবর লইয়া বিচার করিলে জ্যৈষ্ঠের প্রবন্ধই জ্যেষ্ঠ বটে, কিন্তু জ্যেষ্ঠপ্রবন্ধকার অনুজপ্রবন্ধকে প্রথমাসন দিয়া তৃপ্তি বোধ করিয়াছেন। প্রথম প্রবন্ধের আদ্য নাম "আষাঢ়ে বঙ্গদর্শন", আর দ্বিতীয়টির মূল নাম "থিয়সফি রহস্য"; উপলক্ষণে উভয়ের যুক্ত-নাম হইয়াছে—"রবীন্দ্রনাথ ও হীরেন্দ্রনাথ"। প্রথম প্রবন্ধ মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইবার জন্য কল্পিত হইয়াছিল; আর দ্বিতীয়টি সভাবিশেষে পঠিত হইবার জন্য লিখিত হয়। কিন্তু উভয়েরই সঙ্কল্পিত প্রকাশে বিভিন্ন কারণে বহু বিলম্ব হওয়াতে উহারা গ্রন্থাকারে একত্র প্রচারিত হইল।

"থিয়সফি রহস্য"-প্রকাশের বিলম্বকাহিনী সঙ্ক্ষেপে কথিত হইতেছে। জ্যৈষ্ঠের প্রথমাংশে প্রবন্ধ শেষ করিয়া লেখক, প্রবন্ধপাঠকের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। প্রবন্ধপাঠ সম্বন্ধে তিনি একটি বিশেষ মত পোষণ করেন। সভাদিতে পাঠ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদিতে প্রকাশ্য প্রবন্ধ—এই দুই জাতীয় প্রবন্ধের মধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া সভাশ্রাব্য প্রবন্ধ যে গ্রন্থপাঠ্য হইতে পারে না, বা গ্রন্থে পাঠ্য প্রবন্ধ যে সভাশ্রাব্য হইতে পারে না—এমন কথা তিনি বলেন না। তিনি এই বলেন

যে, রসবৈচিত্র্য-প্রধান প্রবন্ধপাঠে অভিনয়নিপুণজনগণই বরণীয়। শ্রেষ্ঠলেখক সর্ব্বত্র শ্রেষ্ঠপাঠক নাও হইতে পারেন। শ্রেষ্ঠনাটককার মাত্রেই নাট্যকলার সব্যসাচী গিরিশচন্দ্র হন না। প্রসিদ্ধ অভিনেতা বলিয়া শেক্‌স্‌পিয়ারও পরিচিত হইতে পারেন নাই। সুপাঠকের গুণে নিকৃষ্ট রচনাও সুধীজনশ্রাব্য হয়। এই মতের বশবর্ত্তী হইয়া এবং নিজ রচনার অপকর্ষ ও পাঠনৈপুণ্যে আপনার বৈগুণ্য বুঝিয়া দ্বিতীয় প্রবন্ধকার সুপাঠকের সুযোগ অপেক্ষা করিতেছিলেন। অপেক্ষায় বিলম্ব হওয়াতে তিনি প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতে দিলেন; ভাবিলেন, মুদ্রিত প্রবন্ধই পঠিত হইবে। কিন্তু মনোমত পাঠকের অপেক্ষায় যে বিলম্ব হইল, প্রবন্ধ মুদ্রাযন্ত্রের কবলে পতিত হওয়াতে ততোঽধিক বিলম্ব হইতে লাগিল। লেখকের সহিত মুদ্রাকরের বিরোধ চির-প্রসিদ্ধ। একের কার্য্য অপরে বিকৃত করে, অপরের কৃত কার্য্য তিনি আবার সংস্কৃত করেন। লেখকের লেখনীমুখে যাহা কখন বাহির হয় নাই, মুদ্রাকরের নিপুণকরে তাহা অতি অদ্ভুতরূপে তাঁহার রচনামধ্যে যত্রতত্র আবির্ভূত হইয়া থাকে। এই মুদ্রাভূত গুলির শিরশ্ছেদ করিতে কলমায়ুধ গ্রন্থকারকে বহু পরিশ্রম ও সময় ব্যয় করিতে হয়। বিজ্ঞান-গুরু হক্সলি গ্রন্থবিশেষের ভূমিকায় বলিয়াছেন—"I am sorry to say that, in this, as in other cases, I have found a great gulf fixed between intention to publish and its realization. Seeing a book through the press is a laborious and time-wasting affair".—ভুক্তভোগীর মর্ম্মকথা বটে। সত্যই, মুদ্রারাক্ষসের সহিত মসীযুদ্ধে প্রবন্ধকারের বহুদিন অতিবাহিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নানা কারণে ও নানা বিঘ্নের তির্য্যক্ আকর্ষণে মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্য অতি দীর্ঘসূত্র ধরিয়া চলে; ইহাতেও তাঁহার অত্যধিক সময় ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে।

এই সকল কারণে যে প্রবন্ধ অরণ্যষষ্ঠীতে পঠিত হইবার জন্য

প্রস্তুত ছিল, তাহা ক্রমান্বয়ে আশানৈরাশ্যের উচ্চাবচ পথে চলিতে চলিতে অরণ্যষষ্ঠী হইতে একে একে জন্মাষ্টমী—বিজয়াদশমী—কোজাগরপূর্ণিমা—দীপান্বিতা—ইত্যাদি সুযোগতীর্থ ত্যাগ করিয়া অবশেষে পৌষপার্ব্বণের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ওদিকে, "আষাঢ়ে বঙ্গদর্শন" মনোমত মাসিকপত্রে প্রকাশ প্রতীক্ষা করিতে করিতে শেষে সেই পৌষ-পদবীতেই সমুপস্থিত। এইরূপে বিভিন্ন দুই পথের এই সন্ধিস্থলে আজ দুই সহোদরে দেখা।—বিলম্বের বিড়ম্বনার পরে, তাই, এই মিলনের আনন্দ। অত্রৈব শিবম্।

খড়দহ।
পৌষ-সংক্রান্তি,
বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
শ্রীশিরীষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আষাঢ়ে বঙ্গদর্শন

আষাঢ়ে বঙ্গদর্শন

গত আষাঢ়ের বঙ্গদর্শনে একটি রঙ্গ দর্শন করিলাম। বঙ্গ-সাহিত্য-সেবককে সেই রঙ্গের কথা উপহার দিতেছি।

নবজীবন-সম্পাদক—'বাঙ্গালির বৈষ্ণব ধর্ম্ম' লেখক—বিজ্ঞ বৈষ্ণব শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় বঙ্গদর্শনের ১৯৫ পৃষ্ঠায় কানুর গীতে কত কাঁদিয়া লিখিতেছেন—"বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতে লাগিলাম; এত কান্না বুঝি আর কোথাও নাই। সংযোগে বিয়োগে সমান কান্না"—ইত্যাদি। ইহার ঠিক উল্‌টা পাতায়, উল্‌টা ধারায়, বালকাদি সম্পাদক—গোড়ায়গলদ-লেখক—যুয়ান্ ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কি একখানা নয়া বৈষ্ণবগ্রন্থের সুখ্যাতি করিতে গিয়া একেবারে বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্ম-গ্রন্থিচ্ছেদন-ব্রত-গ্রহণ-পুরঃসর আষাঢ়ে মাসি—কৃষ্ণে পক্ষে—বিপক্ষে চ—কহিতেছেন—"তাহাতে [সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব ভাবে] ধর্ম্মের উচ্চ-ভাবকে খর্ব্ব ও তাহার গভীর রসকে বিকৃত করিয়া দেয় এইরূপ আমার বিশ্বাস। [ভগবানের] সম্বন্ধে পূর্ণাবতার অংশাবতার এ সব কথা খাটেই না"—ইত্যাদি একেবারে শুক্‌না কাঠে ব্রাহ্মশাপ!

এই দুইটি কাটাকাটি কথায় পিঠাপিঠি আঠাকাঠি দিয়া বঙ্গদর্শন-সম্পাদক আমাদের বড় রঙ্গই প্রদর্শন করিয়াছেন। সেকালের সেই নস্য-নাসিক পণ্ডিতদ্বয়কে টিকিতে টিকিতে বাঁধিয়া দিয়া ছাঁচিবাজি লাগান—এ যে তাই!

সে অনেক দিনের কথা, ঐ বুড়ায় যুবায় নবজীবনে আর একভাবে দেখা হইয়াছিল। তখন এই লেখক সত্যসত্যই পাঠশালের পড়ো, সেই পাতার তাড়ি, গুরুম'শার বাড়ি—কলার পাত, কড়ির দোয়াত! তা সে এখন ডাগর হইয়া একটু হাসিবে; সরকার মহাশয় ও ঠাকুর মহাশয় তাহাতে রাগ করিবেন না;—'Laugh prolongs life.'

মনে পড়ে, একবার কলিকাতার টাউনহলে একটা বিরাট্ টেম্পা-রেন্স্ মিটিং। তাহার বিজ্ঞাপন বড় বড় কালো অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া সহরের অলিতে গলিতে লট্কান। সেই বিজ্ঞাপনের গায়ে গায়ে 'চিপেসট্ স্কচ্ হুইস্কি'র ধলো এড্ভারটিস্মেণ্ট্ যুড়িয়া দিয়া কোন নষ্ট মার্চেণ্ট্ কলির কৃষ্ণ বলরাম—যুগল ঠাম দেখাইয়া রঙ্গ করিয়াছিল। জাহাজ কখন্ চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তার রঙের ঢেউ এখনও হৃদয়ে দোলা দিতেছে!

অনেক দিনের পর আবার এই বিপরীত রঙ্গরস বঙ্গদর্শনে দেখিয়া একটু উপভোগ না করিয়া ছাড়িতে পারিতেছি না।

তবে গোড়া হইতে কথাটা গুছাইয়া বলি। সেই নবজীবনের ভবিষ্যদ্বাণী—

"আমাদের রবীন্দ্রনাথ। সেই অমলকোমলকমলশোভা-সমন্বিত-মুখশ্রী—সেই উজ্জ্বল সলজ্জ ভাসা ভাসা ভ্রমরভরস্পন্দিত পদ্মপলাশ-লোচন—সেই ঝামরচামরনিন্দিত গুচ্ছে গুচ্ছে স্বভাববেণীবিনায়িত চিকুর ঝলঝল মুখমণ্ডল—সেই রহস্যে আনন্দে মাখান হাসি-খুসী-ভরা অধরপ্রান্ত—সেই সৎচিন্তার প্রসর ক্ষেত্র সুন্দর শুভ্র পরিষ্কার দর্শনোপম ললাট—ভগবানের এরূপ অতুল সৃষ্টি কখন বৃথা হইবার নহে।"—বাহবা ভাষা কিন্তু! ফরাসিস্ ইউগো, গোতিয়ে হার মানে। যাহাই হউক আজ হরদেব ঘোষাল মহাশয় থাকিলে হয়ত বুঝাইয়া দিতেন, ইহা রূপজ মোহ না গুণজ প্রেম!

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এখনও আমাদের গণক ঠাকুর জীবিত আছেন। জাতকও 'বালক' হইতে 'ভারতী' 'সাধনা' করিয়া শেষযৌবনে 'অচলায়তন' উন্নতি লাভ করিয়াছেন। আবার দুর্ভাগ্যও বলিতে হয়, সেই পাঠশালের পড়ো, বড় হইয়া এখন জিজ্ঞাসা করে—"গণক ঠাকুর! তোমার গণনা ঠিক ফলিয়াছে কি?" তাহার মুখ চাপা দিতে গেলে সে বলে—"Be Kent unmannerly, when Lear is mad."

সে নবজীবন আর নাই। বৃদ্ধজীবনে উত্তরের আশাও বড় করি না। রোগে, শোকে, অভিমানে, বুড়া লিয়র কেণ্ট্‌কে চিনিতেও পারিবেন না। যাহাই হউক পুনর্জ্জীবিত বঙ্গদর্শন কিন্তু বড় কায়দায় গত আষাঢ়ে ১৯৫ ও ১৯৬ পৃষ্ঠা ছাপিয়া দিয়াছেন। আমরা উত্তর পাইয়াছি।

আমাদের বড় আদরের সামগ্রী—'সোনার মানসী-চিত্রা-চৈতালী-মালিনী'-রবিচ্ছবি হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া 'বঙ্গে দর্শন' দিলেন। বাতাস উঠিল—কত 'নীড় নষ্ট' হইল, 'চোকে বালি' উড়িয়া পড়িল, 'নদী'তে 'খেয়া' দিতে গিয়া 'নৌকা ডুবি' পর্য্যস্ত হইয়া গেল। আবার, তেজের 'কণিকা'র 'ক্ষণিকা' দীপ্তি দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে লাল ডগ্‌ডগে 'গোরা' মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়া উঠিল। সেই নয়নমনোলোভা 'প্রভাতে'র রবি এখন দ্বিপ্রহরে দ্বাদশাদিত্যতেজে দেশকে সন্তাপিত—দগ্ধ—করিতেছেন। সুধাবর্ষী বর্ষীয়ান্ বঙ্কিম-চন্দ্র কখন্ অস্তমিত। সবই গিয়াছে—অবশিষ্ট কেবল অক্ষয় বটের শীতল ছায়া—একমাত্র জুড়াইবার স্থান। কিন্তু হায়! প্রচণ্ড মধ্যাহ্নরবিকিরণ সেই প্রাচীন অক্ষয় বংশীবটকেও বুঝি বা ভেদ করিয়া ফেলে!

কঃ পন্থাঃ? এইরূপ স্থলে, মহাজন বঙ্কিমচন্দ্র একবার পথপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। দেশীয় নব্য সমাজের স্থিতি ও গতি সম্বন্ধে খ্যাতনামা ভারতবন্ধু কটন্ সাহেবের ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের মত-দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ব্যপদেশে তিনি 'প্রচারে' উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—"দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভরসা ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর। কটন্ সাহেবের ভরসা হিন্দুধর্ম্মে। * * * বলা বাহুল্য প্রচার-লেখকেরা দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতাবলম্বী না হইয়া কটন্ সাহেবের মতাবলম্বী হইবেন।" ইংরাজিতে একটা কথা আছে—History repeats itself;—ধর্ম্মে, সাহিত্যে, দেখিতেছি—সর্ব্বত্রই। কিন্তু হায়! আজ আমাদের সে মীমাংসক কই? যখন সুমীমাংসকের অভাব হয়, তখন যাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি পাণ্ডিত্য

কিছুই নাই, তাহারা একটা প্রবাদ, কি চলিত কথা দিয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা করিয়া লয়। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা তদনুসরণেই বলি—When the fox preaches, beware of your geese.

অতএব বৈষ্ণব সাবধান—ভক্ত সাবধান—হিন্দু সাবধান।

ঠাকুর মহাশয় ঠাকুর মানেন না; ভগবান্ মানেন, অবতার মানেন না; অনন্ত লীলা মানেন, সান্ত লীলা মানেন না। বলি, নিজের লীলাও মানেন না কি? দেখুন দেখি, সেই 'বালক' হইতে কি লীলাই না চলিয়া আসিতেছে। আজও দেখিতে পাই—

Age cannot wither him, nor custom stale
His infinite variety!

এখন, তাঁহারই এই বিচিত্র জীবন-লীলা হইতে যদি এমন কিছু বাহির হইয়া পড়ে, (১) যাহা ধর্ম্মের উচ্চ আদর্শকে পরিস্ফুট করে, কর্ম্মের হস্তকে দৃঢ় করে, বিবেককে উদ্দীপিত করে, জ্ঞানের পরিধি যোজনপ্রমাণ বাড়াইয়া দেয়, ভক্তির উৎস খুলিয়া দেয়, বৈরাগ্যবহ্নি জ্বালাইয়া দেয়;—তবে বিকাশের তারতম্যানুসারে তাঁহাকেই বৈষ্ণবেরা অংশাবতার বা পূর্ণাবতার বলিয়া জড়াইয়া ধরিবে,—তখন 'বয়ং কাকা বয়ং কাকাঃ'-রবে চীৎকার করিলেও ছাড়িবে না। ব্রজের বৈষ্ণবেরা শ্রীকৃষ্ণকে, নদীয়ার বৈষ্ণবেরা শ্রীচৈতন্যকে এই ভাবে অবতার করিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ 'ভক্তি' দিয়া এই 'অবতার' বুঝেন, 'লীলায়' মজেন, **সেই** একমেবাদ্বিতীয়ম্-কে ভক্তের 'ভগবান্' বলিয়া ডাকেন এবং 'প্রভু'র 'কৃপা' ভিক্ষা করেন। এই সব ভাব, এই সকল ভাষা বৈষ্ণব মার্গেরই বিশেষত্ব। এই যে, শৈব বা শাক্তমার্গে লীলা বা অবতারবাদ নাই। সঙ্গে সঙ্গে ভাবান্তর

---

(১) পড়িতে পারে। তিনি যে আত্মজীবনচরিত লিখিতেছেন তাহা আমরা পড়িয়া দেখিব, শপথ করিতেছি।

ও ভাষান্তর দেখুন। শাক্তেরা 'তান্ত্রিকী ক্রিয়া' দিয়া 'মহাশক্তি'র 'সাধনা' করেন এবং সেই Eternal Energy বা Inscrutable Power কে—

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং ভাবো যস্যা নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীর্ত্তিতা ॥—

বলিয়া 'স্তব কবচ' পাঠ করেন ও তন্নিকটে 'সিদ্ধি' প্রার্থনা করেন। শৈবেরা 'কর্ম্মসংন্যাস' করত 'জ্ঞান' দিয়া 'শিবাদ্বৈত' 'শিবোঽহং' 'সোঽহং' তত্ত্বে উন্নীত বা 'লীন' হন। সুতরাং 'বৈষ্ণবী প্রেমভক্তি' স্থলে শৈবী প্রেমভক্তি—'শাক্ত সাধনাসিদ্ধি' স্থলে বৈষ্ণব সাধনাসিদ্ধি, 'শৈব জ্ঞানমুক্তি'র পরিবর্ত্তে শাক্ত জ্ঞানমুক্তি,—বিষ্ণুভক্তের 'প্রভু ভগবান্ ও তাঁহার অবতার লীলাদি' না হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানীর প্রভু ভগবান্—ইত্যাদি ভাবের বা ভাষার কোন সঙ্গতি বা অর্থই হয় না। এইরূপ ব্রহ্ম-ভক্তি, 'ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবলম্'—এ সকল শব্দের কোনই মানে হয় না। পরন্তু, 'ভগবদ্-ভক্তি', 'প্রভু-কৃপা'—সার্থক পদযোজনা বলিতে হইবে। "ভগবানের পূর্ণাবতার বা অংশাবতার"—হয় বই কি। কেননা, এ সকল বাক্য অর্থযুক্ত;—যুক্তিযুক্ত কিনা, তাহা পরে আলোচ্য। ব্রহ্মের অবতার বা লীলাদি অবশ্য কিছুই হয় না। কেননা, ব্রহ্মে স্রষ্টৃত্ব, পাতৃত্ব, ত্রাণকর্ত্তৃত্ব, কিছুই নাই। ব্রহ্মে আকার দিলে, তবে 'ব্রহ্মা' কিনা স্রষ্টা বা ঈশ্বর হন। ব্রহ্ম-কোদণ্ডে গুণ দিলেই, তবে শরক্ষেপক্রিয়াবৎ সৃষ্টিকার্য্য পরিলক্ষিত হয়।

যত্র যত্র মনো যাতি তত্র তত্র ভবেদ্ ভবঃ।
তত্র তত্র মনো হাতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥

ঈদৃশ ভবেশ্বরই মানবজ্ঞানগম্য। ব্রহ্ম সম্বন্ধে উক্ত আছে—স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা (২)। অপিচ—

(২) "He comprehends all, but is not comprehended"—S. Laing.

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।

অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥

এই মার্গকে উপনিষদ্—'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ' বলিয়াছেন। এ পথ বড়ই দুর্গম, বড়ই পিচ্ছিল; পদে পদে পথিকের জরাসন্ধবধ হইবার সম্ভাবনা; কোথাও বা কীচকবধ, কোথাও ঘটোৎকচবধ। বোদ্ধা বঙ্কিমচন্দ্র বলিতেন, "এমন ঝকমারিতে কাজ কি?"

সে যাহা হউক। মানবাত্মার যে অবস্থায় 'ঈশ্বর' জ্ঞান হয়, তাহাকে 'প্রাজ্ঞ' অবস্থা বলে; ইহা তৃতীয় অবস্থা। 'তুরীয়' বা চতুর্থাবস্থায় 'ব্রহ্ম' জ্ঞান হয়, কিন্তু এ অবস্থায় জীবাত্মার বস্তুগত্যা কোন পৃথক্ সংজ্ঞা থাকে না এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষাতেও এই চতুর্থাবস্থার কোন বিশেষ সংজ্ঞা নাই। এই জন্য এ অবস্থা 'তুরীয়' (চতুর্+ণীয়) বা 'চতুর্থ' বলিয়াই অভিহিত হয়। 'আত্মা চতুষ্পাৎ' ও তদধিগম্য পরমাত্মতত্ত্ব এইরূপে যন্ত্রাঙ্কিত করা যাইতে পারে—
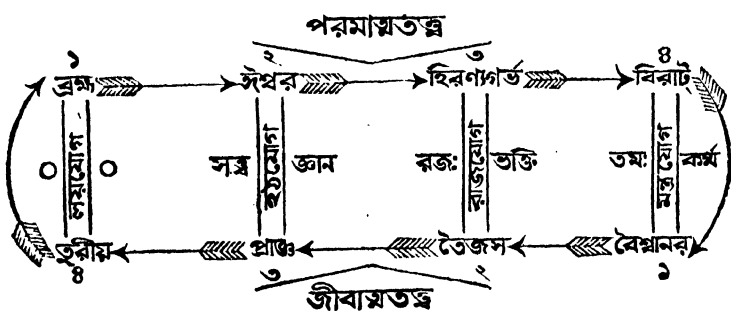
এই 'ব্রহ্ম-তুরীয়' স্তম্ভটি মানবধর্ম্মের বা মানবসমাজের সম্পূর্ণ অতীত বস্তু। এই হেতু, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' বা 'ব্রাহ্মসমাজ' ইত্যাকার শব্দযোজনা নিতান্তই নিরর্থক। আশ্চর্য্যও কম নহে, যদি কোথাও সর্ব্বধর্ম্মকর্ম্মবর্ণাশ্রমসমাজবিবর্জ্জিত ক্ষুৎকামনামধামরহিত শান্ত সমাহিত ব্রহ্মজ্ঞানীর মূর্ত্তি দেখিয়া থাকি, তবে—সে

'আদি-নব-সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ' গণ্ডির বাহিরে! সেই অনাদি—নিত্য অসাধারণ—ব্রহ্মজ্ঞানের লাভ চেষ্টা মাত্র হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে।

উল্লিখিত 'ঈশ্বর-প্রাজ্ঞ','হিরণ্যগর্ভ-তৈজস' এবং 'বিরাড্-বৈশ্বানর' এই স্তম্ভত্রয়ের উপর হিন্দুর ত্রয়ী ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিকের ভাষায়, ইহাদের যথাক্রমে শৈব,বৈষ্ণব ও শাক্তমার্গ (৩) বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বৈদিক ভাষায়, উক্ত স্তম্ভপ্রকরণত্রয় যথাক্রমে ঋক্, সাম, যজুঃ ইতি "ত্রয়ী" বলিয়া অভিহিত, এবং সত্ব রজ স্তমঃ এই ত্রিগুণে অধিরাজিত। মাতেব হিতকারিণী ভগবতী শ্রুতিঃ —প্রসঙ্গমাত্রেই বেদাধীনং জগৎ সর্ব্বমিতি বাক্য স্মরণ পূর্ব্বক তোমারে প্রণিপাত করি।

প্রাগুক্ত 'ঈশ্বর-প্রাজ্ঞ' স্তম্ভটি জ্ঞানমার্গের ও 'হিরণ্যগর্ভ-তৈজস' স্তম্ভটি ভক্তিমার্গের নির্দ্দেশক। পৌরাণিকেরা এই দুইকে শৈব ও বৈষ্ণবমার্গ বলিয়া অভিহিত করেন, কেননা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাঁহারা শিবকে ধরেন—"শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুম্" (ইতি নারদপঞ্চরাত্রে); আর, ভক্তের ভগবান্ হলেন বিষ্ণু—বৈষ্ণবের উপাস্য দেবতা। উল্লিখিত যন্ত্রানুসারে যেমন এতদধিকারে সামবেদ পড়িয়াছে, গীতাতেও শ্রীভগবান্ তেমনি বলিয়াছেন—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি।" পাঠক এই সঙ্গে গীতার রাজগুহ্যযোগ ও ভক্তিবাদাদি তত্ব মিলাইয়া লইতে পারেন।

সত্বগুণাশ্রিত 'প্রাজ্ঞ'-আত্মা 'জ্ঞান'-প্রবাহে চৈতন্যময় 'মহেশ্বর'কে ধ্যান করেন; আর, রজোগুণযুক্ত 'তৈজস'-আত্মা 'ভক্তি'-ধারায় লীলাময় 'ভগবান্'কে আরাধনা করেন ("হিরণ্যগর্ভো ভগবান্")।

---

(৩) শাক্তমার্গ—ইত্যভিধায় আপত্তি থাকিতে পারে। ইহা কর্ম্মভূমি—বৈদিক কর্ম্মের বা তান্ত্রিকী ক্রিয়ার। কিন্তু সে মীমাংসার স্থান ইহা নহে। তবে 'মন্ত্র', বেদ এবং তন্ত্র ছাড়া আর কোথাও নাই। শেষস্তম্ভে 'মন্ত্রযোগ' শব্দটি দ্রষ্টব্য।

এই জ্ঞান—এই ভক্তি—হিন্দুর ধর্ম্মক্ষেত্রে দুইটি ভাই ভগিনীর ন্যায় সর্ব্বদা খেলা করে, সন্ন্যাস-বিলাসের মালা গাঁথে। এ দৌড়ায়—ও পড়ে; এ হাসে—ও কাঁদে। আঁচা যায় না, কে বড়, কে ছোট। বুঝা যায় না, বাহিরের এত গরমিলে অন্তরের মিল হয় কিসে! জ্ঞান, সূর্য্যের কিরণ—দহে; ভক্তি, চাঁদের আলো—মোহে। জ্ঞান, বহ্নিশিখা—উঠে; ভক্তি, বারিধারা—পড়ে। জ্ঞান, আরোহণ; ভক্তি, অবতরণ। জ্ঞান—'অভ্রভেদী ভীম আত্মা ভীষণ দর্শন' হিমাচল, ভক্তি তদঙ্গে—'ঢল-ঢল-কল-কল গঙ্গা বিলোলা'। জ্ঞান মানুষকে ঈশ্বরের কাছে লইয়া যায়, ভক্তি ভগবান্‌কে মানুষের কাছে লইয়া আসে।

'He—raises a mortal to the skies,
She—draws an angel down.'

জ্ঞান, মানুষকে ঈশ্বর করিয়া তোলে (শিবোহহং, সোহহং—Apotheosis); ভক্তি, ভগবান্‌কে মানুষ করিয়া গড়ে (Incarnation, Anthropomorphism)। তাই বলি, "ভগবানের সম্বন্ধে পূর্ণাবতার অংশাবতার এ সব কথা খাটে—" বই কি। "তাহাতে ধর্ম্মের উচ্চভাবকে খর্ব্ব ও তাহার গভীর রসকে বিকৃত করিয়া দেয়"—না, পরন্তু প্রসারিত ও উপাদেয় করিয়া তোলে। যেখানেই ভক্তি সেই খানেই 'ভগবান্', 'অবতার', 'লীলা'। ভক্তিমূলক ধর্ম্মমাত্রের গতিই এইরূপ। দুইটি ভক্তিমূলক ধর্ম্ম এ জগতে আজিও বড় জবরদস্তি করিতেছে—বৈষ্ণব ও খৃষ্টীয় ধর্ম্ম। ইহার 'প্রভু' আছেন, উহার 'Lord' আছেন; ইহার 'অবতার' আছেন, উহার 'Incarnation' আছেন; ইহাতে 'লীলা' আছে. উহাতে 'Passion' আছে। "সাম্প্রদায়িক ভাবের" অর্থ এই হইতে পারে যে সেই শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র কোন্ অবতার?—কৃষ্ণ না খৃষ্ট? গির্জায় অর্গান্ বাজাইয়া তাঁহাকে ডাকিব, না পথে পথে খোল খঞ্জনীর 'বেজায় খচমচ' করিয়া তুলিব? যে দিক্ দিয়াই হউক দেখা যায়, অবতার-

লীলাদি ভক্তির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আমরা করিব কি, ঠাকুর মহাশয় একটু বুঝিয়া দেখিবেন, ভক্তির রসাল-রস পান করিতে গেলেই ঐ অবতার—ঐ লীলার আঁঠি গলায় বাঁধিয়া যাইবেই। তিনি এমন যুয়ান্ ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া "বৈষ্ণবধর্ম্মের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মাঝে মাঝে (৪) পাঠ" করিয়া কেন নিরীহ বৈষ্ণবদের এমন অনুগৃহীত বা নিগৃহীত করেন, তাহা চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার কয়খানি গ্রামের বৈষ্ণব সম্প্রদায় আমার নিকট জানিতে চাহিয়াছেন। জবাব পাইলেই সেই বাবাজী-দের বুঝাইয়া দিব।

আর যদি সেই 'সনাতনী' কথা, সরকার মহাশয় আবার শুনান, তবে বাঙ্গালি বৈষ্ণব সম্প্রদায় আর একবার তাঁহাকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করে।

পরিশেষে বক্তব্য যে, তত্ত্ববিদ্যা (Theology) এবং ধর্ম্ম (Faith) দুইটি পৃথক্ বস্তু। তত্ত্ববিদ্যা কখন কোন ধর্ম্ম গড়িতে পারে না, তবে বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিতে পারে বটে। কেহ কেহ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মকে আদর করিয়া 'উপনিষদ্ধর্ম্ম' বলিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, উপনিষদ্ কোন ধর্ম্মকর্ম্মোপদেশক গ্রন্থ নহে। উপনিষদের 'ব্রহ্ম'ও যাহা, হার্বার্ট স্পেন্সারের 'Something higher than Personality'ও তাই। সেই হেতু স্পেন্সারের কাছে কোন ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার আশা করা যায় না। হেগেল্—তথৈব চ। "The Faith is common to simple and learned: Theology is primarily the domain of the intellect."(৫)—দর্শন কিংবা তত্ত্ববিদ্যা, (৬) আর ধর্ম্ম, দুই

---

(৪) মাঝে মাঝে কেন? 'Drink deep, or taste not the Pierian spring'.

(৫) Rev. Collins.

(৬) Philosophy এবং Theology এতদুভয়ের পার্থক্য-মর্য্যাদা-বিচারের স্থান ইহা নহে।

পৃথক্ বস্তু বলিয়া যেমন তাহাদের গর্‌মিল হইতে পারে, আবার তেমনি তাহাদের মিলন বা সন্ধিও হইতে পারে। ডক্টর জর্জ্জ স্যামন্ কথাটাকে বেশ অলঙ্কার দিয়া বুঝাইয়াছেন—"Every union of philosophy and religion is the marriage of a mortal with an immortal; the religion lives : the philosophy grows old and dies."—ইতি।

ধান ভানিতে শিবের এই গীত যাঁহারা এতটা শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সাধুবাদ দিয়া প্রবন্ধ শেষ করি।

এইবার, সরকার মহাশয় ও ঠাকুর মহাশয়ের কাছে বিদায় লই। উভয় মহাশয়কেই অনেক কথা বলিয়াছি। যদি কোথাও আমার ভুল হইয়া থাকে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ধরিয়া দিবেন। যদি কোথাও ব্যক্তিগত কটূক্তি হইয়া থাকে—শিবের ব্যাজস্তুতি ভাবিয়াও ক্ষমা যদি না করেন—তবে বৈষ্ণবকবির অন্তরের ভরা ভাষায় বলিতেছি—দেহি পদপল্লবমুদারম্। বিশেষতঃ, ঠাকুরমহাশয় ব্রাহ্মণ। তিনি সখ্ করিয়া নিজের 'ণ'ত্ব লোপ করেন করুন, আমি ত তাঁহার সম্বন্ধে তাহা পারিব না। অতএব তাঁহাকে নমস্কার করি—

বেদাধীনং জগৎ সর্ব্বং
মন্ত্রাধীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ।
তন্মন্ত্রো ব্রাহ্মণাধীনো
ব্রাহ্মণো মম দৈবতম্॥

শ্রীশিরীষচন্দ্র কামদেবিঃ

থিয়সফি-রহস্য

থিয়সফি-রহস্য

প্রায় তেত্রিশ বৎসর হইল—তেত্রিশ কোটি দেবতার এই ভারতবর্ষে "Theosophy"-নামক এক অভিনব ধর্ম্ম দেখা দিয়াছে। অভিনবের আবির্ভাবে পুরাতনের তিরোভাব না হইলেও নূতনে পুরাতনে একটা স্বাভাবিক সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে। Theosophy-ধর্ম্মের সঞ্চারে আর্য্যধর্ম্মের বিমলধারা স্থানে স্থানে আবিলভাব ধারণ করিতেছে। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষায় শিক্ষিত শত সহস্র ভারতবাসী Theosophy-তত্ত্বে মুগ্ধ হইয়া আপনাদের গন্তব্য-পথ ছাড়িয়া বিপথে চলিতেছেন। ভারতীয় ধর্ম্মচিন্তার পথে যে Theosophy এই মোহ-বিস্তার করিয়াছে সে Theosophy-ধর্ম্মটা কি তাহা বিচার করিয়া দেখা একান্ত আবশ্যক।

তন্মতাবলম্বিগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—Theosophy একটি "যোগধর্ম্ম"। কেহ কেহ ইহাকে "Wisdom Religion" বা 'জ্ঞান-ধর্ম্ম' বলেন। কেহ বা বলেন ইহা "ব্রহ্মবিদ্যা"। কিন্তু Theosophyর এই তিন অর্থের কোনটিই "Theosophy" শব্দের ব্যুৎপত্তি হইতে কষ্টকল্পনা বা দুষ্টকল্পনার আশ্রয় ব্যতীত কোনক্রমে সিদ্ধ হয় না। Theosophy যে "যোগধর্ম্ম" নহে তাহার প্রমাণ এস্থলে দুই তিনটি দেওয়া যাইতে পারে। এই অভিনব ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক Madame Blavatsky ও Colonel Olcott যখন ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথম আসিয়া বিবিধ অলৌকিককাণ্ড-প্রদর্শনের ছলে লোকগণকে তাঁহাদের ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিতেছিলেন তখন কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধপুরুষ ত্রৈলঙ্গস্বামীর জনৈক শিষ্য ম্লেচ্ছগণের যোগসিদ্ধি সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলে মহাযোগী উত্তরে বলিয়াছিলেন—"যে সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনিতেছ—সে সকল যোগসিদ্ধির ফল নহে—সমস্তই ইন্দ্র-

জালাদি-প্রসূত—প্রকৃত ব্যাপার শীঘ্রই ধরা পড়িবে।" বলা বাহুল্য —মহাপুরুষের এই উক্তি অচিরেই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। আধুনিক ভারতের অদ্বিতীয় বেদাচার্য্য স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী স্বল্প-কালযাবৎ নিজশিষ্যত্বানুগৃহীত উক্ত থিয়সফি-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে ইঁহারা আর্য্যযোগিগণসাধিত যোগবিদ্যার বিন্দুবিসর্গ মাত্র অবগত নহেন। দয়ানন্দের এই মতপ্রকাশের কয়েক বৎসর পরে মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র 'থিয়সফি'কে লক্ষ্য করিয়া অসাধারণ বিচারবুদ্ধিসমুজ্জ্বল 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-নামক গ্রন্থে গুরুমুখে কহিয়াছিলেন— 'আজকাল "যোগধর্ম্ম" নামে একটা হুজুগ উঠিয়াছে—তাহাতে আমি কিছু বিরক্ত হইয়াছি।' বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত এই 'যোগধর্ম্মে'র "হুজুগ" আজও থামে নাই। Theosophyর হুজুগে বিস্তর হাটের নেড়া জড় হইয়াছে। হুজুগে পড়িয়া অনেক ধীমান্ ব্যক্তিও বিচলিত হইয়াছেন।

Theosophy যদি 'যোগধর্ম্ম' না হইল তবে ইহা হয় "জ্ঞান-ধর্ম্ম" না হয় "ব্রহ্মবিদ্যা" হইবে ত। কেমন করিয়া হইবে। Theosophy শব্দের প্রকৃত অর্থ কি। যাঁহারা এই নবধর্ম্মের জন্মদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহার স্বরূপ বুঝিয়া এই রূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। Theosophyর জন্মভূমি কোথা— আমেরিকা। Madame Helena Petrovna Blavatsky নাম্নী রুশিয়াদেশবাসিনী এক রমণী এই ধর্ম্মের জননী। এই Madame Blavatsky আমেরিকাবাসী Colonel Henry Olcott নামক এক ব্যক্তির সাহচর্য্যে Theosophy-ধর্ম্মসমাজ প্রথম স্থাপিত করেন। ইঁহারা ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসমিতির নাম দিয়াছিলেন— "Theosophical Society"। নামটির অর্থ বুঝিতে হইলে "Theosophy" এই শব্দটির মৌলিক ও পারিভাষিক অর্থ প্রথমতঃ বুঝিতে হইবে। প্রাচীন গ্রীসদেশের জ্ঞানচর্চ্চার মধ্যযুগে (Mediæval ageএ) একদল অভিনব দার্শনিক পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইয়া

ছিল। তাঁহারা "Mystic Philosophers" বা "Mystics" অর্থাৎ 'গুহ্যবাদী' নামে অভিহিত। তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মমতকে "Mysticism" বা 'গুহ্যবাদ' বলে। এই মতের প্রধান কথা এই—কতকগুলি গুহ্য উপায়ে ও গুহ্যশক্তির বলে মানুষের মন এমন এক উন্নত ভাবময় দশায় উপনীত হয় যে সে অবস্থায় মানুষ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের প্রকৃতি মনোমধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে— সে অবস্থায় বিধাতার সহিত মানুষের মানসক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার হয়— আর সেই অধ্যাত্মসাক্ষাৎকারপ্রভাবে সৃষ্টিপ্রকরণের বহু গুহ্য ব্যাপার মানুষ জানিতে পারে। এই গুহ্যবাদীর দল বলেন যে ক্ষিত্যপ্-তেজঃ প্রভৃতি পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী ভূতযোনি আছে—কতকগুলি সদাত্ম ও কদাত্ম ভূতযোনি এই জগতে নানাপ্রকার কার্য্য করে—এবং তাহারাই মনুষ্যের হর্ষশোকাদির কারণ হয়। গ্রীস্‌দেশের এই গুহ্যবাদ বা Mysticismএর নাম *Theosophy*। *Theos* ও *sophia* এই দুইটি গ্রীক্ শব্দের সমবায়ে Theosophy পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। *Theos* শব্দের অর্থ *God* বা ঈশ্বর অর্থাৎ যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা। আর *sophia* শব্দের অর্থ wisdom বা জ্ঞান। অতএব 'Theosophy' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতেছে—ঈশ্বর-জ্ঞানজনন-বিদ্যা। কিন্তু শব্দটির মৌলিক অর্থ এইরূপ হইলেও ইহা পারিভাষিক অর্থেই ব্যবহৃত হয়। গ্রীস্‌দেশীয় 'গুহ্যবাদী'-সম্প্রদায়-কথিত ঈশ্বরসাক্ষাৎকারবিদ্যার নামই Theosophy। ঈশ্বরতত্ত্ব-বিদ্যার সাধারণ নাম—*Theology*। একটি বিশেষ প্রকার ঈশ্বর-তত্ত্ববাদের নাম—*Theosophy*। Theosophy শব্দের এই আদিম পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করিয়াই Madame Blavatsky ও Colonel Olcott তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত নবধর্ম্মসমিতির নাম রাখিয়াছিলেন—'Theosophical Society'। কারণ তাঁহাদের তাৎকালিক ধর্ম্মমত গ্রীস্‌দেশীয় উক্ত গুহ্যবাদিগণের মতের অনুরূপ ও অনুকূল ছিল। Theosophical Society স্থাপনের সময়ে Olcott

সাহেব প্রচার করিতেছিলেন যে যতপ্রকার অলৌকিক ভৌতিক ব্যাপার মনুষ্যলোকে সংঘটিত হইতে দেখা যায় সে সমস্তই পঞ্চ-ভূতাত্মক ও অন্যান্য ভূতযোনি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা হইতে সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন Theosophy শব্দের আদিম ব্যবহারিক অর্থ কি আর "Theosophical Society" এই নামকরণের হেতুই বা কি। যে দেশে বর্ত্তমান Theosophy-ধর্ম্মের জন্ম সে দেশে এই Theosophy শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত তাহা দেখাও আবশ্যক। আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ শব্দতত্ত্ববিৎ Noah Webster তাঁহার জগদ্বিখ্যাত ইংরাজিভাষার অভিধানে Theosophy শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—"Any system of philosophy or *mysticism* which proposes to attain intercourse with *God* and superior *spirits*, and consequent superhuman knowledge by *physical processes*"—এই অর্থ ব্যতীত ইংরাজি-ভাষায় Theosophy শব্দের অন্য কোন অর্থ নাই। এই অর্থ অবলম্বন করিয়াই 'Theosophical Society'র নামকরণ হইয়াছিল। অতএব Blavatskyর "Theosophy" প্রাচীন গ্রীসীয় Theosophy বা Mysticismএর আধুনিক সংস্করণবিশেষ। বস্তুতঃ এই Theosophy "যোগধর্ম্ম"ও নহে "ব্রহ্মবিদ্যা"ও নহে। আর"Wisdom Religion" বলিলে যে কি অদ্ভুত পদার্থ বুঝায় তাহা বুঝিবার মত wisdom বা জ্ঞান আমাদের নাই। ইংরাজি ভাষায় শব্দের বহুপ্রকার যোগাযোগ দেখা গিয়াছে কিন্তু "Wisdom Religion"এর মত শব্দের হরিহরসম্মিলন আর একটিও নাই। যদি "Wisdom-Religion"'জ্ঞানাৎ মুক্তিঃ' অথবা জ্ঞানযোগের উপদেশ দিতেন তাহা হইলেও না হয় লোকে এই আর্দ্রক ও হরিৎকদলীর মিলনমাধুর্য্য কোনরূপে গলাধঃকরণ করিত। কিন্তু Blavatsky-Olcott এর "Wisdom Religion" জ্ঞানমুক্তি-বাদের কোন ধার ধারেন না।

Theosophy শব্দের অর্থ যে "ব্রহ্মবিদ্যা"—এই অভিনব কথা বিদ্যাবান্ হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্প্রতি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে * শ্রীপাট খড়দহের সন্নিহিত টিটাগড়গ্রামস্থ "বিশালাক্ষী-Lodge" নামক থিয়সফি-শীলন-ভবনে শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ "Theosophy and Hinduism" এই বিষয় লইয়া এক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি Theosophy শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছিলেন—Theosophy নামটি বিদেশী হইলেও জিনিসটি খাঁটি স্বদেশী। দুইটী গ্রীক্‌শব্দ হইতে ইহার উৎপত্তি—*Theos* আর *sophia*। *Theos* শব্দের অর্থ ব্রহ্ম আর *sophia* শব্দের অর্থ বিদ্যা। সুতরাং Theosophy এই কথাটির অর্থ **'ব্রহ্মবিদ্যা।'**—হীরেন্দ্রনাথের এই ব্যাখ্যা সরল হইলেও সত্য নহে। গ্রীক্ ভাষায় ও গ্রীক্ দর্শন-শাস্ত্রে Theos শব্দের অর্থ *God*। কিন্তু এই গ্রীক্ "God" ও আর্য্যশাস্ত্রের "ব্রহ্ম" এক পদার্থ নহে। গ্রীক্ God সগুণ সত্ত্ব—বৈদিক ব্রহ্ম নির্গুণ তত্ত্ব। God সকল সময়েই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর—কিন্তু ব্রহ্ম ঈশ্বর হইতে বাধ্য নহেন—তত্ত্বতঃ তিনি "ঈশ্বর"ই নহেন। God এর বহুত্ব আছে কিন্তু ব্রহ্মের 'একমেবাদ্বিতীয়'-ত্ব বেদসিদ্ধ। ফলতঃ গ্রীক্ "Theos"ব্রহ্ম নহেন। Theosophy শব্দের মৌলিক ও ব্যবহারিক অর্থ প্রকৃত কি তাহা সবিশেষ জানিয়াও কি সে দিন হীরেন্দ্রনাথ অম্লানবদনে সত্যের অপলাপ করিয়া বলিলেন—Theosophy র অর্থ "ব্রহ্মবিদ্যা" ! Theosophy-ধর্ম্মের উপদিষ্ট মার্গ অবলম্বন করিয়া সাধনা করিলে যে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ হয় এরূপ কথা তদ্ধর্ম্মের আদিগুরু পরমগুরু বা পরাপরগুরু—কেহই কখন ব্যক্ত করেন নাই। এই অভিনব উপদেশ বোধ হয় শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথের মত Theosophy ধর্ম্মের উপগুরুগণ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কারণ ইঁহারা বুঝাইতে

---

* ১০ই বৈশাখ রবিবার—১৩১৮।

চাহেন যে Theosophy ও আর্য্যগণের সনাতন ধর্ম্ম একই ধর্ম্ম। ইঁহারা দুইটি বিভিন্ন পদার্থের কথঞ্চিৎ বাহ্যসাদৃশ্য দেখাইয়া বুঝাইতে চাহেন যে পদার্থ দুইটি অভিন্ন। হীরেন্দ্রনাথের কোন মন্ত্র-শিষ্য যদি "ব্রহ্ম" ও "Theos" একার্থবোধক জানিয়া ব্রহ্মশব্দের পরিবর্ত্তে "Theos-Theos" এই নাম জপ করিতে থাকে তবে বোধ হয় তাঁহার Theosophy ব্যাখ্যার পরিশ্রম সার্থক হইবে।

Theosophy টা যে কি ও ইহা হিন্দুগণের গ্রহণ করা যে কেন আবশ্যক তাহা হীরেন্দ্রনাথ তাঁহার সেদিনের সেই বক্তৃতায় সঙ্ক্ষেপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার সারমর্ম্ম তিনটী বাক্যে নিবদ্ধ হইতে পারে—

প্রথম—Theosophy নামটি বিদেশী হইলেও জিনিসটি খাঁটি স্বদেশী। Theosophy শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা। সুতরাং ইহার আলোচনা করিতে হিন্দুগণের কোন আপত্তি হইতে পারে না।

দ্বিতীয়—বেদপুরাণাদি যাবতীয় হিন্দুশাস্ত্রে সহস্র সহস্র এমন জটিল ও দুরূহ স্থল আছে যে সে সকলের ব্যাখ্যা ও প্রকৃত অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে স্বদেশীয় ভাষ্যকার-টীকাকারগণেরমধ্যে কেহই সমর্থ হয়েন নাই। কিন্তু 'Theosophy-সমাজ'-প্রচারিত পুস্তকসমূহে হিন্দুশাস্ত্রের এই সকল দুর্ব্বোধ অংশ আধুনিকবিজ্ঞানসম্মত সদ্-ব্যাখ্যাদ্বারা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। সুতরাং Theosophy হিন্দুধর্ম্মের "Master-key" স্বরূপ।

তৃতীয়—হিন্দুশাস্ত্রের এই সকল ব্যাখ্যা Madame Blavatsky ঋষির অনুগ্রহে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি একজন ঋষির শিষ্য ছিলেন। সুতরাং এই সকল ব্যাখ্যাগ্রহণে হিন্দুগণের কোন বাধা হইতে পারে না।

হীরেন্দ্রনাথের এই তিন উক্তির একটিও সত্য নহে। Theosophyর প্রকৃত অর্থ যে 'ব্রহ্মবিদ্যা' নহে তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত

হইয়াছে। বেদ-পুরাণাদি আর্য্যশাস্ত্রের দুর্ব্বোধ অংশ যে স্বদেশীয় ভাষ্যকারগণ বুঝাইতে পারেন নাই আর বিদেশীয় Blavatskyর দল সে সমস্ত সুবোধ-সত্যে পরিণত করিয়াছেন—এ কথা অগ্রাহ্য। যাঁহাদের বেদ—যাঁহাদের দর্শন—যাঁহাদের স্মৃতি—যাঁহাদের পুরাণ তাঁহাদের কেহ সে সকলের তত্ত্ব বুঝিলেন না—তত্ত্ব বুঝিলেন মার্কিন মুল্লুকের Theosophical Society! ব্যাস-বশিষ্ঠ—গোভিল-গৌতম—সায়ন-শঙ্কর—-যাস্ক-যাজ্ঞবল্ক্য—মনু-মাধবাচার্য্য প্রভৃতি অসাধারণ মনীষী শাস্ত্রজ্ঞগণ যাহা বুঝিতে পারেন নাই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন সংস্কৃতভাষানভিজ্ঞ Blavatsky-Besant—Olcott-Sinnet—Judge-Leadbeater আর Countess Wach-meister! ঘরের লোক ঘরে চিরকাল বসবাস করিয়া যদি ঘরের কথা ভাল বুঝিতে না পারে তবে বাহিরের লোকের সে কথা বুঝা কি সম্ভব। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের কথা যদি বেদানুগৃহীত বেদসর্ব্বস্ব বেদোজ্জ্বল-বুদ্ধি ব্রাহ্মণে বুঝিতে ও বুঝাইতে না পারিয়া থাকেন তবে তাহা পৃথিবীর আর কোন জাতিই বুঝিতে বা বুঝাইতে পারিবেন না। দেব-কৃপাপূত যে মানস-ক্ষেত্রে যে জাতীয়শিক্ষা-সাধনা-চিন্তার রসবায়ু-তাপালোকে আর্য্যধর্ম্মের তত্ত্বকুসুম বিকশিত হয় তাহার অসদ্ভাবে ক্ষেত্রান্তরে বিভিন্ন উপাদানবশে এই তত্ত্বোদ্ভব সম্ভবপর নহে। ভারতীয় বনস্পতি ইউরোপীয় উদ্যানে কখন জন্মে না। সেই জন্য Max Müller ও Weber প্রভৃতি বিদেশীয় পণ্ডিত এবং তৎপথানুগামী রমেশচন্দ্র-প্রমুখ ভারতবাসী বেদ বুঝিতে পারেন নাই।

হিন্দুশাস্ত্রের অনেক তত্ত্বের অবলম্বনে ও অনুকরণে এবং আধুনিক-বিজ্ঞানের অনুসরণে Theosophical Society আপনার অভিমত বহুতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া এই অনুকৃত বস্তুটি যে তাহার সনাতন আদর্শ অপেক্ষা সত্যে পূর্ণতর ও মহিমায় শ্রেষ্ঠ এ কথা যুক্তিসঙ্গত নহে। বস্তুতঃ আর্য্যশাস্ত্রের দুর্ব্বোধ অংশ Theosophy সুবোধ করেন নাই। Theosophy তবে এ সম্বন্ধে কি করিয়াছেন।

"Theosophy" স্ব-গঠিত মতের প্রয়োগকৌশলের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটি তত্ত্ব নূতন প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অর্থাৎ Theosophy স্বকপোল-কল্পিত "Theory" বা কারণ-সূত্র দ্বারা হিন্দু-ধর্ম্মের তথ্য সমূহ গ্রথিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু Theosophyর রঙিন্ কাচের চোঙ্গের ভিতর দিয়া দেখিলে আর্য্যধর্ম্মের যে মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা যে আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত রূপ নহে তাহাতে আর সন্দেহ কি। বেদ-বেদাঙ্গাদি আর্য্যশাস্ত্রের ভাষ্যকারগণ তত্তৎ শাস্ত্রের দুরূহ অংশের অর্থপ্রকাশে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার বিচারস্থল ইহা নহে। আমাদের পূর্ব্বাচার্য্যগণের বহু প্রাচীন ভাষ্য ও বৈজ্ঞানিকগ্রন্থ যে কালবশে ও বিজাতীয় অত্যাচারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—এবং তজ্জন্য উত্তরকালের ভাষ্যকার ও টীকাকারগণের শাস্ত্রব্যাখ্যারপথে যে বিষম বাধাবিঘ্ন ঘটিয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। এ সম্বন্ধে পূজ্যপাদ আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় তাঁহার "ত্রয়ী-সংগ্রহ" নামক গ্রন্থের উপক্রমণিকাভাগে যাহা বলিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি—"Our opinion is that in Vedic times our country had made extraordinary progress. In those days the sciences of Geology, Astronomy and Chemisty were called 'Adhidaivic Vidya,' and those of Physiology, Psychology and Theology 'Adhyātma Vidyā. Though the works embodying the scientific knowledge of those times are entirely lost, there are sufficient indications in Vedic works of those sciences having been widely known in those days....The study of certain portions of the Vedas leads even to the conclusion that certain scientific researches had been carried in this country to such perfection that···even America, the constant source of scientific discoveries, and the advanced countries of Europe have not yet attained it. It is

this which makes it impossible for us to understand the real purport of such passages···It is needless to repeat that a commentary on the Vedas would be valuable in proportion to the amount of scientific knowledge attained by the commentator...In this task, I depend upon ancient works on Vedic interpretation and recent scientific researches as my main help." আবার পুরাণাদি শাস্ত্র, বিজ্ঞান অর্থাৎ Natural Philosophy নহে।

সে যাহা হউক—"Theosophy" কৃত হিন্দুশাস্ত্রব্যাখ্যা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া হীরেন্দ্রনাথ সেদিন যে গর্ব্ব করিয়াছিলেন—তাহাও বহুস্থলে ভিত্তিহীন। এ সম্বন্ধে একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। A. P. Sinnet সাহেবকৃত "Esoteric Buddhism" থিয়সফি-ধর্ম্মের একখানি প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একস্থলে লিখিত হইয়াছে—"There are seven planets, through which man passes by successive re-incarnations in the progress of his evolution. ... Three of these seven planets are the Earth, Mars and Mercury ; the four others are of so refined a material as to be invisible...."—অর্থাৎ 'মনুষ্য তাহার ক্রমোন্নতিমার্গে পুনর্জন্মপরম্পরাবিধানে সাতটি গ্রহে পর পর গমন করিয়া থাকে। এই সপ্তগ্রহের প্রথম তিনটি হইতেছে পৃথিবী, মঙ্গল ও বুধ। অবশিষ্ট চারিটি গ্রহ এতাদৃশ সূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত যে তাহারা দৃষ্টির অগোচর।'—হীরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃবর্গ বলিবেন—'এই সপ্তগ্রহ আর্য্যশাস্ত্রকথিত ভূর্ভুবঃস্বর্মহাদি সপ্তলোক। কর্ম্মফলে জন্মান্তরগ্রহণে মনুষ্যের সপ্তলোকভ্রমণের কথা Theosophy এই স্থলে কেমন সুন্দর ও বিশদভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহা একবার দেখুন।' আমরাও বলিতেছি—হে সুধীগণ আপনারা Sinnet সাহেব কথিত এই তত্ত্বটি একটু প্রণিধান করিয়া দেখুন। ভূলোক ত পৃথিবী হইল—কিন্তু ভুবলোক কি মঙ্গলগ্রহ আর স্বর্লোক কি বুধগ্রহ। অদৃষ্টে গ্রহবৈগুণ্যের প্রাচুর্য্য না

ঘটিলে এই অদ্ভুত কথা স্বীকার করা যায় না। আবার Theosophyর এই গ্রহতত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত কি। অতিসূক্ষ্ম পদার্থে গঠিত অদৃশ্য চারিটি গ্রহ (Planets) আকাশে বিদ্যমান আছে—ইহা কোন্ বিজ্ঞানের কথা। ইহা আর্য্যভট্ট-ভাস্করাচার্য্যের জ্যোতিষেও নাই—আর Copernicus-Herschelএর Astronomyতেও নাই। অথচ হীরেন্দ্রনাথপ্রমুখ শিক্ষিতাভিমানী ব্যক্তিগণ "Theosophy"র এই প্রকার উদ্ভট কথা বিজ্ঞানসঙ্গত সত্য বলিয়া গ্রহণ ও প্রচার করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। Theosophy-সমাজকৃত হিন্দুশাস্ত্রের ব্যাখ্যা উক্তরূপ নানাবিধ কল্পিত অদ্ভুত বিষয়ের সমাবেশে রচিত। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—Theosophy-সমাজ এই সকল অদ্ভুত তত্ত্ব কোথা হইতে পাইলেন—তদুত্তরে তাঁহারা বলিবেন—'এ সকল গুহ্য তত্ত্ব "মহাৎমা"দিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত'। এই "মহাৎমা"গণ কে। —সে আর এক অদ্ভুত কথা। তিব্বতদেশে অলৌকিকশক্তিসম্পন্ন নিগূঢ়ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ একদল সিদ্ধপুরুষ আছেন—তাঁহারা স্থূলসূক্ষ্ম-যদৃচ্ছ-বেশধারী—যদৃচ্ছগমনকারী—যদৃচ্ছ ভাষাব্যবহারী গুহ্যতত্ত্বপ্রচারী। ইঁহারাই থিয়সফি-ধর্ম্মের পরমগুরু—"মহাৎমা" নামে অভিহিত। হীরকবুদ্ধি হীরেন্দ্রনাথ ইঁহাদিগকে "ঋষি" বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কারণ তাঁহার মতে Theosophy যখন "ব্রহ্মবিদ্যা" তখন Theosophyর উপদেষ্টা "মহাৎমা"গণ নিশ্চয়ই "ঋষি"। পূর্ব্বোল্লিখিত-বক্তৃতাকালে হীরেন্দ্রনাথ অম্লান বদনে বলিয়াছিলেন—'Madame Blavatsky একজন ঋষির শিষ্যা ছিলেন।' তাঁহার অসত্যের দৌড় দেখিবার জন্য বর্ত্তমানপ্রবন্ধলেখকের অনুজ শিরীষচন্দ্র বক্তৃতান্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন—'Blavatsky কোন্ ঋষির শিষ্যা ছিলেন। আপনি কি Koot Hoomiর নাম করিবেন ?' হীরেন্দ্রনাথ বলিলেন—'না,' Blavatsky "মোর"নাম্না এক ঋষির শিষ্যা। শিরীষচন্দ্র বলিলেন—আপনি কি 'মোর' এই নামের বানান M—o—r—y—a এইরূপ করিবেন ? বক্তা কহিলেন —'হাঁ—নামের বানানটা ঐরূপই বটে।'

প্রকৃত কথা এই—Theosophy-বিষয়ক পুস্তকে Morya ও Koot Hoomi প্রভৃতি দুই তিনটি "মহাৎমা"র নামোল্লেখ আছে। আর থিয়সফি-সমাজে প্রচার এই যে মহাৎমা Moryaই Blavatskyর দীক্ষাগুরু। যে সুবুদ্ধিচালিত হইয়া বিদ্যাবান্ হীরেন্দ্রনাথ Theosophyর অর্থ 'ব্রহ্মবিদ্যা' করিয়াছেন সেই সুবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়াই 'মহাৎমা' Moryaকে তিনি "মৌর" ঋষি নামে খ্যাপন করিয়াছেন। সাধু—হীরেন্দ্রনাথ—সাধু! এমন ভক্ত না জুটিলে Theosophy কি হিন্দুর দেশে তিষ্ঠিতে পারে।

Theosophy ধর্ম্মের জনয়িত্রী Blavatsky যে একজন ঋষির শিষ্যা ছিলেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাঁহার আর্য্য-শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় লওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে দু একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। Madame Blavatskyর রচিত "Isis Unveiled" থিয়সফি-ধর্ম্মের আদিম প্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একস্থলে বিদুষী লিখিয়াছেন—"The whole story of the massacre of the children at the birth of Jesus in Mathew was bodily taken from Bagaved-gitta—" অর্থাৎ যীশুখ্রীষ্টের জন্ম-ঘটনায় শিশুবৃন্দবধের যে কাহিনী মথি-লিখিত 'সুসমাচারে' বর্ণিত আছে তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই ভগবদ্গীতা হইতে গৃহীত হইয়াছে। মহর্ষি ব্যাস-রচিত ভগবদ্গীতার কুত্রাপি ত শিশুহত্যার নামগন্ধ নাই—বোধ হয় "মৌর-ঋষি"র গীতায় এ কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে! Isis Unveiled এর অন্য এক স্থলে Blavatsky বলিতেছেন—"The Bagabed-gitta contains an account of Vishnu assuming the form of a fish to reclaim the Vedas lost during the deluge."—অর্থাৎ প্রলয়প্লাবনে লুপ্তবেদ পুনরুদ্ধারের জন্য বিষ্ণুর মৎস্যরূপ ধারণের বিবরণ ভগবদ্গীতায় আছে।—ইহাও বোধ হয় "মৌর-ঋষি"র গীতায় আছে—শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ কি বলেন? উক্ত পুস্তকেরই একস্থলে বিদুষী Blavatsky গৌতম বুদ্ধের

জননীকে "মহামায়া বা মহাদেব" বলিয়াছেন। বিদেশিনী বিদুষীর লিঙ্গ-জ্ঞানের এই ত্রুটি সুধীবৃন্দ বোধ হয় মার্জ্জনা করিবেন। উক্ত দুইটি উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে Blavatsky কস্মিন্কালে ভগবদ্গীতা পাঠ করেন নাই। 'ভগবদ্গীতা' নামটি পর্য্যন্ত তিনি যথাসম্ভব শুদ্ধরূপে লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার "Bagabed-gitta"কে "বাঘবৎ" কি একটা বলিয়া মনে হয়। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে উক্ত প্রকার অভিনব জ্ঞান তিনি কোন্ ঋষির নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "মৌর"-ঋষি সকাশাৎ—না মহাত্মা Koot Hoomi প্রসাদাৎ। পূর্ব্বোক্ত Sinnet সাহেব বলেন—Isis Unveiled পুস্তকের অধিকাংশই ভাই Koot Hoomi ও অন্যান্য "মহাত্মা"র উপদেশে এমন কি বহুস্থলে তাঁহাদের স্বহস্তে লিখিত। এ সম্বন্ধে Sinnetএর উক্তি এই—"In the production of the book she (Blavatsky) was so largely helped by the Brothers that great portions of it are not really her work at all. In the morning she would sometimes get up and find as much as thirty slips added to the manuscript she had left on her table overnight."—'Blavatsky সকালে উঠিয়া কখন কখন দেখিতেন যে তাঁহার পূর্ব্বরাত্রের লেখার সহিত ৩০।৩২ পাত লেখা কে যোগ করিয়া দিয়াছে'—Sinnet সাহেবের এই অপূর্ব্ব কাহিনী হইতে বুঝিতে হইবে Blavatsky তাল-বেতাল-সিদ্ধ না হইলেও Koot Hoomi-Morya-গ্রস্ত ছিলেন।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন Blavatskyর হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধীয় অধিকাংশ কথা Lewis Jacolliot নামক এক ব্যক্তির এক অপ্রামাণ্য অশ্রদ্ধেয় গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। তাঁহারা ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে Theosophy-ধর্ম্মের বহু তত্ত্ব Blavatsky ফরাসীলেখক Eliphas Leviর ঐন্দ্রজালিক গ্রন্থ হইতে ও পূর্ব্বকথিত গুহ্যবাদী Mystic সম্প্রদায়ের Paracelsus প্রভৃতি পুস্তক হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ

সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক Max Müller সাহেব Blavatskyর Isis Unveiled সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন—"There is nothing that cannot be traced back to generally accessible Brahmanic or Buddhistic sources, only everything is muddled or misunderstood. If I were asked what Madame Blavatsky's Esoteric Buddhism really is, I should say it was Buddhism misunderstood, distorted, caricatured...The most ordinary terms are misspelt and mis-interpreted."—ইহার ভাবার্থ এই—Blavatskyর পুস্তকে যাহা কিছু আছে সে সকলেরই মূল ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে বা বৌদ্ধশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভেদ এই—প্রত্যেক বিষয়ই ভ্রমদুষ্ট ও বিপর্য্যস্ত। এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বলিতে হয়—Blavatsky-কথিত এই অভিনব গুহ্যধর্ম্ম কদর্থে বিকৃত বিচিত্ররঞ্জিত বৌদ্ধধর্ম্ম মাত্র। Max Müllerএর এই সিদ্ধান্তের উপর বিদ্যাবান্ হীরেন্দ্রনাথ কি মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। তিনি বোধ হয় বলিবেন—Blavatsky যে সকল পুস্তকের সাহায্যে Theosophyর গুহ্যতত্ত্বসমূহ সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা জগতের সাধারণলোকের বিদিত নহে। সে সকল দুর্লভ পুস্তক "মহাত্মা"গণ কর্ত্তৃক রচিত বা সংরক্ষিত।—এরূপ কথা তিনি অনায়াসেই বলিতে পারেন। কেননা তাঁহাদের দলের বর্ত্তমান অধিনায়িকা Annie Besant একটি বক্তৃতায় কহিয়াছেন—"The present Vedas are not the whole, thousands of slokas have disappeared. The latter have not been lost, but they have been taken away by the gods, knowing that in the Kali-yuga India would be brought under foreign yoke, and fearing that the ignorant foreigner would desecrate the sacred science."

অর্থাৎ—'বর্ত্তমান বেদসংহিতা সমগ্র বেদ নহে। কলিযুগে ভারতবর্ষ বিদেশীর অধীন হইবে জানিয়া ও অজ্ঞ বৈদেশিকগণ সেই পবিত্রবিদ্যা কলুষিত করিয়া ফেলিবে বুঝিয়া, দেবতাগণ বেদের সহস্র সহস্র শ্লোক বেদ হইতে অপসৃত করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন।' এই অদ্ভুত সংবাদ শ্রীমতী Besant তাঁহার গুরু Blavatskyর শ্রীমুখ হইতে এবং বিদুষী Blavatsky 'মহাৎমা'গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ Theosophy-ধর্ম্মবাদিগণ বলেন যে প্রকৃত বেদ ও অন্যান্য বহুধর্ম্মগ্রন্থ হিমালয়পর্ব্বতের গুপ্তগর্ভে মহাৎমাগণ কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়াছে—এই সকল গ্রন্থ তাঁহারা যথাকালে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিবেন।

যাঁহারা Theosophy-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে প্রয়াসী তাঁহাদিগকে উক্তপ্রকার অদ্ভুত কথা সকল বিশ্বাস করিতে হইবে। হীরেন্দ্রনাথপ্রমুখ থিয়সফি-মঠবিহারী হিন্দুনামধারিগণ বেদপুরাণবক্তা আর্য্য ঋষিদিগের বাক্য বহুস্থলে বিশ্বাস করিতে পারেন না, কিন্তু Theosophy ধর্ম্মের তিব্বতীয় "ঋষি"-মহাৎমাদিগের উক্তি অসঙ্কোচে বিশ্বাস করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—এই সকল মহাৎমাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের মনে কোন সন্দেহের উদয় হয় না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই —Blavatsky, Olcott, Annie Besant প্রভৃতি তিন চারি জন থিয়সফি-ধর্ম্মপ্রচারক ব্যতীত আর কোন বিদেশীয় বা এতদ্দেশীয় কোন ব্যক্তির সহিত তিব্বতদেশীয় এই মহাৎমাগণের কখন সাক্ষাৎকার হয় নাই। ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু রামমোহন রায় ত তিব্বতে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন—কই তিনি ত "মহাৎমা"-মণ্ডলীর কোন সন্ধান পান নাই—কিম্বা কোন 'মহাৎমা' ত তাঁহার মত যোগ্যপাত্রে ধর্ম্মোপদেশ দান করিতে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হন নাই। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শরৎচন্দ্র দাস ও প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক Sven Hedin তিব্বতাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া তিব্বতের বহু গূঢ় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন—কই তাঁহাদের কেহই ত মহাৎমা-সম্প্রদায়ের কোন

নিদর্শন পান নাই। তিব্বতের বৌদ্ধ-ধর্ম্মযাজকবংশ 'লামা'-মণ্ডলীও 'মহাৎমা'-দিগের অস্তিত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আছেন। যোগিতপস্বীর নিলয় ভারতবর্ষে এমন কি একজনও যোগী মিলিল না—হরিদ্বারের কুম্ভ-মেলায় লক্ষসাধুসঙ্গমে এমন কি একজনও সাধু মিলিল না—ভারতের তীর্থকেন্দ্র কাশীধামে এমন কি একটি স্বামী-সন্ন্যাসী মিলিল না—যাঁহাকে এই "মহাৎমা"-গণ ধর্ম্মের গুহ্য উপদেশ দান করিয়া সত্যধর্ম্ম ও দেব-ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিতেন। ম্লেচ্ছরমণীকে ম্লেচ্ছভাষায় ধর্ম্মোপদেশদানই যদি মহাৎমাদিগের ধর্ম্মপ্রচারের একমাত্র উপায় হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে মহাৎমা-গণ অতি দুর্ভাগ্য লইয়াই তিব্বতদেশে অজ্ঞাতবাস করিতেছেন।

এ পর্য্যন্ত যাহা কথিত হইল তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে Theosophy-ধর্ম্ম কোন বিবেচক ব্যক্তির আদরণীয় হইবার যোগ্য নহে। ইহা ব্রহ্মবিদ্যাও নহে—জ্ঞানধর্ম্মও নহে—যোগধর্ম্মও নহে। শ্রীমান্ হীরেন্দ্রনাথ যতই বলুন—Theosophy হিন্দুধর্ম্মের "Master-Key" নহে—Theosophy হিন্দুধর্ম্মের এক Monster-Mockery মাত্র।

Theosophy যে আর্য্যধর্ম্মের এক ঘোরতর বিকারানুকার-মূর্ত্তি তাহা বুঝিতে হইলে এই ধর্ম্মের প্রধান প্রধান কয়েকটি মত জানা আবশ্যক। চারিটি মত হইতে এই ধর্ম্মের পরিচয় স্থূলতঃ পাওয়া যায়। সে চারিটি এই—

(প্রথম)—Theosophy সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সুতরাং Theosophy বৌদ্ধধর্ম্মের মত নাস্তিক ও নিরীশ্বর।

(দ্বিতীয়)—Theosophy 'জন্য ঈশ্বর' স্বীকার না করিয়া 'জাতেশ্বর'-বাদে সন্তুষ্ট আছেন। অর্থাৎ সৃষ্টির কোন স্রষ্টা আছেন ইহা স্বীকার না করিয়া সৃষ্টিই স্রষ্টা এই মত পোষণ করেন। অথবা—পাশ্চাত্ত্যদর্শনে যাহাকে Atheism বলে তাহার গণ্ডির

মধ্যে না থাকিয়া থিয়সফি Pantheismএর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপের Pantheism যে আর্য্যধর্ম্মের বিশ্বচৈতন্য-বাদ কিম্বা ব্রহ্মবাদ নহে তাহা বলা বাহুল্য। জগদীশ্বর স্বীকার না করা হইল Atheism—আর জগৎটাই ঈশ্বর এই বিশ্বাস হইল Pantheism। যাঁহারা উপনিষদের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাক্যটুকু লইয়া বৈদেশিক Pantheismকে বৈদিক ব্রহ্মবাদ বলিয়া—Theosophyকে ব্রহ্মবাদী প্রমাণ করিবার জন্য কোলাহল করিয়া থাকেন সেই পল্লবগ্রাহী পণ্ডিতাভিমানীদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বিষয়টি একটু বিস্তৃতভাবে বলিতে হইবে। শ্রুতি কহিতেছেন—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত * * * মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ ॥ এষ ম আত্মা-ন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা সর্ষপাদ্বা * * * এষ ম আত্মা-ন্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষা জ্জ্যায়ান্দিবো জ্যায়া-নেভ্যো লোকেভ্যঃ ॥ * * * এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি * * *। ইহার ভাবার্থ এই—এ জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম—ইহা ব্রহ্ম হইতে জাত—ব্রহ্মে স্থিত—ব্রহ্মেই বিলীন হইবে। শান্তেন্দ্রিয় হইয়া এই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে। এই ব্রহ্ম মনোময়—চৈতন্যময়—সত্যস্বরূপ—আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত। ইনি সর্ব্বকর্ম্মা ও সর্ব্বকাম—নির্ব্বাক্ ও নিস্পৃহ। এই আত্মা আমার হৃদয় মধ্যে বিরাজিত—সর্ষপাদি অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর—ইনি আবার পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ—অন্তরীক্ষ অপেক্ষা বৃহৎ—স্বর্গ অপেক্ষা বৃহৎ—এই বিদ্যমান লোকত্রয় অপেক্ষা বৃহৎ। কর্ম্মফলভোগান্তে আমি এই শরীর ত্যাগ করিয়া এই ব্রহ্মে মিলিত হইব।

এই বৈদিক ব্রহ্মবাদের সহিত বিলাতি Pantheismএর আকাশ-পাতাল প্রভেদ। Pantheismএর ঈশ্বরের পরিমাণ এই জড়জগৎটুকু মাত্র, কিন্তু বেদোপদিষ্ট ব্রহ্ম—জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরীক্ষাৎ জ্যায়ান্

দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ। Pantheismএর ঈশ্বর সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকাম চৈতন্যময় সত্যস্বরূপ নহেন—জগৎ তাঁহা হইতে জাতও নহে, জগৎ তাঁহাতে বিলীনও হইবে না—তিনি সূক্ষ্মরূপে জীবহৃদয়ে বিরাজিতও নহেন—জীবাত্মাও তাঁহাতে মিলিত হইবে না। জগৎটাই তিনি—তিনি বড়ও হইতে পারেন না—ছোটও হইতে পারেন না—তিনি চেতন অচেতন পদার্থের সমষ্টি এই জগৎ মাত্র—জগন্নাথ নহেন। এই জন্য Pantheismএর ঈশ্বরের উপাসনা নাই। তিনি ব্রহ্মের মত দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয় নহেন; তিনি Herbert Spencerএর "Unknown and Unknowable-Inscrutable Power—অথবা কেনোপনিষদ্-কথিত "বিদিতাদথ অবিদিতাদধি" তৎ সৎ নহেন। বস্তুতঃ Pantheism অতি নিকৃষ্ট তত্ত্ব। Pantheism হচ্চে Atheismএর পিস্তুতো ভাই। জর্ম্মান্‌দেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক-শ্রেষ্ঠপণ্ডিত Schopenhaur—যিনি আজীবন Pessimism বা আত্যন্তিকদুঃখবাদ প্রচার করিয়া অবশেষে উপনিষদুক্ত ধর্ম্মই একমাত্র সারসত্য বুঝিয়া মৃত্যুকালে বক্ষের উপর উপনিষদ্‌গ্রন্থ রাখিয়া সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করিয়াছিলেন—তিনি একস্থলে Pantheism সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"Pantheism is a polite form of Atheism।" তাই বলিতেছি Pantheism হচ্চে Atheismএর পিস্তুতো ভাই। এই Pantheismই Theosophyর ঈশ্বরতত্ত্ব বা নিরীশ্বরতত্ত্ব। Pantheism এ ঈশ্বরোপাসনা নাই—সুতরাং Theosophy-ধর্ম্মেও প্রকৃত কোন উপাসনা নাই। Colonel Olcott তাঁহার বক্তৃতার একস্থলে বলিয়াছেন—"The Founders of the Theosophical Society do not pray."—থিয়সফি-সমাজের প্রতিষ্ঠাতৃ-গণ উপাসনা করেন না'। সে যাহা হউক—এই ত গেল Theosophy-ধর্ম্মের দ্বিতীয় তত্ত্ব। অতঃপর—

তৃতীয় তত্ত্ব—Theosophy বৌদ্ধদিগের কঠোর কর্ম্মবাদ স্বীকার করেন। কর্ম্মফলে মনুষ্যের জন্মান্তরগ্রহণ এবং ক্রমোন্নতি বা

অবনতি স্বীকার করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মকথিত যোনিভ্রমণ বা "Transmigration of Soul" স্বীকার করেন না।

(চতুর্থ)—Theosophy অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন যদৃচ্ছশরীর-ধারী "মহাৎমা" নামক ধর্ম্মগুরু-মণ্ডলীর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। জগৎবিকাশক পরমাত্মা বিশ্বাস করেন না বটে, কিন্তু Koot Hoomi-Morya প্রভৃতি "মহাৎমা"র অস্তিত্বে ধ্রুব বিশ্বাস করেন।

বৃষরূপী থিয়সফি-ধর্ম্ম উল্লিখিত চতুস্তত্ব লইয়া চতুষ্পাৎ হইয়াছেন। Theosophy-ধর্ম্মের এই চতুর্মত গ্রহণ না করিয়াও যে কেহ ইচ্ছা করিলে Theosophical Societyর সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। কিন্তু Societyর সভ্য হইলেই শেষে Theosophy-ধর্ম্মাবলম্বী হইতে হয়। Societyর গুটির ভিতর থাকিতে থাকিতে গুটিপোকা শেষে তদ্ধর্ম্মের প্রজাপতি হইয়া পড়ে। ইহা Theosophical Societyর একটি গূঢ়কৌশল। এই Societyর তিনটি কর্ত্তব্য-বিধি আছে—

প্রথম—জগতে জাতিনির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃসম্বন্ধ—("Universal Brotherhood")—স্থাপন। দ্বিতীয়—ভারতীয় আর্য্যজাতির ও অন্যান্য প্রাচ্যজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা ও তুলনা। তৃতীয়—অজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের অনুসন্ধান ও মানবের গুহ্য আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন।

Theosophical Societyর সভ্য হইতে হইলে এই তিনটি কর্ত্তব্যনীতির প্রথমটি গ্রহণ করিতেই হইবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিধির অনুসরণ না করিলেও চলিবে। কিন্তু এই তৃতীয় বিধির অন্তরালেই Theosophy-ধর্ম্মের জাল বিস্তৃত আছে। প্রথমনীতির উদারতায় মুগ্ধ হইয়া যিনি সভ্য হইবেন তিনি দ্বিতীয়নীতির সরসতায় নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হইবেন। আবার দ্বিতীয় নীতির অনুসরণচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি তৃতীয় নীতির কৌতূহল-কেন্দ্রে পতিত না হইয়া থাকিতে পারিবেন না।

আবার এই তৃতীয় নীতির অনুশীলনই Theosophy-ধর্ম্মের অভিষেক-প্রকরণ। সে যাহা হউক—Societyর প্রথম নীতি হইতে বুঝা যায় Theosophy জাতিভেদ মানেন না। এই ধর্ম্মাবলম্বীগণ জগৎপিতা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও জগৎবাসী সকলেরই সহিত ভ্রাতৃসম্বন্ধে গ্রথিত। সংসারের মা বাপ নাই অথচ ভাই-brothers সব জাজ্বল্যমান—এ বড় কৌতুক।

Theosophyর অদ্ভুত প্রকৃতি ও পরিণতি সবিশেষ বুঝাইবার জন্য সঙ্ক্ষেপে ইহার ইতিবৃত্তের আলোচনা করা যাইতেছে।

কঠোরজড়বাদজর্জ্জর নাস্তিকমস্তিষ্ক পাশ্চাত্ত্য জন-সমাজেই Theosophy র উৎপত্তি। Theosophy র জনয়িত্রী Madame Blavatsky জড়তত্ত্ব হইতে প্রেততত্ত্ব—প্রেততত্ত্ব হইতে অধ্যাত্মতত্ত্বের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; তিনি ইহলোক হইতে পরলোকের সন্ধান করিতে ইউরোপ হইতে আমেরিকা ও আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। Colonel Olcott ও Annie Besant-এর ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসও তাই। কিন্তু তাঁহারা সনাতন সত্যধর্ম্মের একমাত্র পথপ্রদর্শক সদ্‌গুরুর উপদেশ গ্রহণে উপেক্ষা করিয়া—আপনাদের ভ্রান্তসংস্কার ও অসৎবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বিপথগামী হইয়াছেন। তাঁহারা সত্যের মণিমন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য যাত্রা করিয়া ভাগ্যদোষে ও বুদ্ধিবিপাকে অসত্যের অন্ধকারবিবরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—দেবলোকের সন্ধানে বাহির হইয়া প্রেত-লোকেই বসবাস করিলেন।

জড়বাদিনী নিরীশ্বরী Annie Besant কেন Theosophy-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন তাহা জানিতে পারিলে Theosophyর প্রকৃতির পরিচয় স্থূলতঃ পাওয়া যাইবে। এ বিষয়ে তিনি আত্মপরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

"I passed from Christianity into Atheism. After fifteen years I have passed into Pantheism. The

first change I need not here defend....On the negative side Atheism seems to me to be unanswerable; its case against supernaturalism is complete. And for some years I found this enough; I was satisfied, and I have remained satisfied, that the Universe is not explicable on supernatural lines. But I turned then to Scientific work, and for ten years of patient and steadfast study I sought along the lines of Material Science for answer to the questions on Life and Mind to which Atheism as such gave no answer. ...(But) nowhere (I found) one gleam of light on the question of questions:—What is Life? What is Thought? Not only was Materialism unable to answer the question but it declared pretty positively that no answer could ever be given...If from the blind clash of atoms and the hurling of forces there comes no explanation of Life and Mind, who shall blame the searcher after Truth, when failing to find how Life can spring from force and matter, he (she) seeks whether Life be not itself the Centre, and whether every form of matter may not be the garment wherewith veils itself an Eternal and Universal Life? * * * Between the Motion and the Thought, between the Object and the Subject lies an unspanned gulf...(and) I am bound to say, after the years of close and strenuous study of Biology and Psychology...I realise the impassibility of the gulf between the Material motion and the Mental process, that Body and Mind, however closely intermingled, are twain, not one. * * * Matter and Motion do not solve the the (strange) phenomena of the psychic world (such as, Memory, Dreams,

Hallucinations, Clairvoyance, Clairaudience, Thought-transference, Mesmerism, Hypnotism, Double-consciousness, Mind-healing, Infant-prodigies &c.)... Materialism gives no answer to these riddles in psychology whereas Pantheism (of Theosophy) does."—Annie Besant এর এই আত্মকথার সঙ্ক্ষেপার্থ এই—তিনি খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নিরীশ্বর-নাস্তিকতা—নাস্তিকতা ছাড়িয়া জড়বাদ ও শেষে জড়বাদ পরিত্যাগ করিয়া Theosophy-তন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রথম ধর্ম্ম-ত্যাগ করিলেন এই জন্য যে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-কথিত অপ্রাকৃত অলৌকিক কাণ্ড (Miracles) বিশ্বাস-যোগ্য নহে। নিরীশ্বরবাদ ত্যাগ করিলেন এই জন্য যে এই ধর্ম্ম জীবনতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব বুঝাইতে পারে না। জড়বাদ ছাড়িলেন এই জন্য যে ইহাও জীবনতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বের সমস্যা ব্যাখ্যানে অক্ষম। জড়কণা ও জড়শক্তি হইতে জীবনসত্তা কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে—কিরূপে স্বপ্ন—স্মৃতিবৃত্তি—দর্শনাতীতদৃষ্টি—শ্রবণাতীত-শ্রুতি—চিন্তাচালন—মোহকরণ—বশীকরণ—মানসবলে রোগোপশম—শিশুবিশেষের অসাধারণ মানসিকশক্তি-ইত্যাদি অত্যাশ্চর্য্য মানসিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়—তৎসম্বন্ধে জড়বাদ কোন সদুত্তর দিতে পারে না—কিন্তু (Annie Besantএর মতে) Theosophy এ সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছে—সেই হেতু Annie Besant—Blavatskyর শিষ্যা হইয়া Theosophy-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। Blavatskyর নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া Annie Besant যে নাস্তিকতা ও জড়বাদের কবল হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন ও শেষে কিয়ৎপরিমাণে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়াছেন ইহা তাঁহার সৌভাগ্য। কিন্তু কি দুঃখে—কি অভাবে—কি প্রয়োজনে হিন্দুগণ Theosophy-সমাজ ভুক্ত হইয়া Theosophy-বাদী হইতে যাইবে। সুমহান্ সনাতনধর্ম্ম যাঁহাদের নিজস্ব সেই ভারতীয় আর্য্যগণের পৃথিবীস্থ অন্য কোন ধর্ম্মমতই

গ্রহণীয় হইতে পারে না। হিন্দুগণের মধ্যে যাঁহাদের হিন্দুধর্ম্মে প্রকৃত বিশ্বাস নাই—যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করেন না—বিরাট্ আর্য্যধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণে যাঁহারা অক্ষম—যাঁহারা অপধর্ম্ম ও উপধর্ম্মের কুহক-কৌতুকে কুতূহলী—যাঁহারা ধর্ম্মে ধৈর্য্যহীন—কর্ম্মে ক্রিয়াহীন—বিচারে বুদ্ধিহীন—জ্ঞানাগমে গুরুহীন—ভগবদ্ভাবে ভাগ্যহীন—হিন্দুগণের মধ্যে তাঁহারই কেবল আপনাদের সনাতনধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্যধর্ম্মের অনুশীলন করিবেন—তাঁহারাই কেবল স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া পরধর্ম্মের আশ্রয় শ্রেয়ঃ মনে করিবেন—তাঁহারাই কেবল ভগবদ্বাক্য ছাড়িয়া Blavatskyর কথায়—বেদপুরাণতন্ত্র ছাড়িয়া Theosophyর "Secret Doctrine"এ আস্থাবান্ হইবেন।

Theosophy যে একটি অপধর্ম্ম তাহা বুঝিতে হইলে ইহার উপাদান কি তাহা জানা আবশ্যক। সঙ্ক্ষেপে বলিতে হইলে এইরূপ বলা যাইতে পারে—আমেরিকার প্রেততত্ত্ব—তিব্বত ও মিশরদেশের কুহক-তন্ত্র—বৌদ্ধধর্ম্মের বহুতথা—আর্য্যশাস্ত্রের কিয়ৎ সিদ্ধান্ত—আর পাশ্চাত্য জড়বিজ্ঞানের বিবিধ সত্য—এই পঞ্চ বিষয়ের সংহতি বিকৃতি ও পরিণতির নাম Theosophy। Theosophy-ধর্ম্মে তিনটি স্তর দেখিতে পাওয়া যায়।—আদিস্তর বা ভৌতিকস্তর—মধ্যস্তর বা বৌদ্ধ-স্তর—অন্তস্তর বা হিন্দুস্তর। Theosophy-নামক বিচিত্রবৃক্ষের মূল Spiritualism—কাণ্ড Buddhism—আর শীর্ষ Hinduism। এই ত্রিধাতু-পুষ্ট বৃক্ষের স্বষ্টিকর্ত্রী পূর্ব্বোক্তা রুশিয়-রমণী Helena Blavatsky। এই স্বষ্টি-ব্যাপারে আমেরিকানিবাসী Henry Olcott সাহেব Blavatskyর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। এই বৃক্ষের পোষণ ও সংবর্দ্ধন-কার্য্যে প্রধানতঃ দুই জন জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন—বিখ্যাত Pioneer পত্রের তাৎকালিক সম্পাদক A. P. Sinnet আর অধুনা ভারতনিবাসিনী Besant Annie. ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার New York নগরে "Theosophical Society" সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব Theosophy মাত্র

৩৬ বৎসরের ধর্ম্ম। যাঁহারা ৩৬ বৎসরের ধর্ম্মে মুগ্ধ ও অনুরক্ত হইয়া আপনাদের শত সহস্র ৩৬ বৎসরের অক্ষয় অমর ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন তাঁহাদের বিচার বুদ্ধি যে দুই ৩৬এ ধরিয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

Spiritualism বা প্রেততত্ত্ব হইতেই Theosophyর উৎপত্তি। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে আমেরিকার New York-অঞ্চলের এক নগণ্য গ্রামে পাশ্চাত্য ভৌতিক ব্যাপারের সর্ব্বপ্রথম সংঘটন হয়। টেবিলের উপর আঘাত-শব্দ-বিশেষ (Spirit-rap) দ্বারা ভূতেরা প্রশ্নকারীর প্রশ্নোত্তর দিতে আরম্ভ করিল। প্রেতগণের এই অদ্ভুত-কাণ্ডে সমগ্র আমেরিকা ও ক্রমে সমস্ত ইউরোপ বিস্মিত ও কৌতূহলী হইয়া উঠিল। তথাকার গৃহে গৃহে—চক্রে চক্রে—প্রেত-আবাহন প্রেত-আলাপন প্রেত-বিসর্জ্জন প্রভৃতি প্রেতসাধন অহর্নিশ চলিতে লাগিল। * এইরূপে পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রেতাত্ম-তত্ত্ব বা Spiritualism এর অভ্যুদয় হইল। New York-নিবাসী Olcott সাহেব প্রেততত্ত্বে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। Theosophy বিষয়ক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে শত শত প্রকার ভৌতিকদৃশ্য ও ভৌতিকক্রিয়া তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন—পৃথিবীর নানাদেশীয় মনুষ্যের প্রেত—সংখ্যায় পাঁচ শতেরও অধিক তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এমন কি অনেক ভূতের ভার পর্য্যন্ত তিনি তুলাদণ্ডযোগে নির্ণয় করিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন যে ভূতের ভার সকল সময়ে সমান থাকে না। "Honto" নামক এক ভূত তাঁহার পরীক্ষায় ওজনে একবার ৪৪ সের—একবার ২৯ সের ও আর একবার ৩২॥০ সের হইয়াছিল। "Katie Brink" নামক আর একটী ভূত ওজনে যথাক্রমে ৩৮॥০ সের ২৯॥০ সের ও ২৬ সের হইয়াছিল। কিমাশ্চর্য্য-

* কৌতূহলী পাঠক এসম্বন্ধে Professor Tyndall এর "Spiritualism" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন।

মতঃপরম্। যাঁহারা Theosophyতে বিশ্বাস করিবেন তাঁহাদিগকে এই প্রকার অদ্ভুত ভূতের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সে যাহা হউক Colonel Olcott যেমন ভূতগ্রস্ত ছিলেন Madame Blavatskyও তদ্রূপ কেন—ততোঽধিক ভূতাবিষ্ট ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ঐন্দ্রজালিক শক্তি ও অলৌকিক কার্য্যকলাপের প্রতি Blavatskyর অতি প্রবল আসক্তি ছিল। উত্তরকালে বহুবৎসর যাবৎ তিনি তদানীন্তন প্রেতাত্মবাদতরঙ্গে সন্তরণ দিয়াছিলেন। বহু ভূত তিনি স্বীয় শরীরযন্ত্রে অবতারিত করিয়াছিলেন। বহু বৎসরযাবৎ তিনি নানাপ্রকার কুহক ও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া সাধন করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর তারিখে আমেরিকার Chittenden নামক সহরে প্রেতসিদ্ধা Blavatskyর সহিত প্রেত-তান্ত্রিক Olcottএর সর্ব্বপ্রথম সাক্ষাৎকার হইল। এক-মন্ত্রোপাসক দুইজনের মধ্যে সত্বরই সুদৃঢ় সৌহার্দ্দ্য জন্মিল। উভয়ে নানাপ্রকার ভৌতিকব্যাপার-প্রদর্শনে সাধারণলোককে বিস্মিত করিতে লাগিলেন। কয়েকটি ভৌতিককাণ্ড গুপ্তকৌশলাবলম্বনে সম্পন্ন করিয়া কুহকিনী Blavatsky, Colonel Olcottকে এমনি মুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন যে Olcott তাঁহাকে অলৌকিক যোগ-শক্তিসম্পন্না বলিয়া দৃঢ়বিশ্বাস করিলেন। * তাঁহারা উভয়ে

* Olcott সাহেব Blavatskyর কুহকে যে কিরূপ মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন তাহার পরিচয় Blavatskyর উক্তি হইতেই পাওয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে—অর্থাৎ Theosophical Society স্থাপিত হইবার কিছু পূর্ব্বে Blavatsky আমেরিকার Philadelphia নামক নগরে একটি ভৌতিক-ক্রিয়া-প্রদর্শনালয় খুলিবার বাসনা করিয়া Colonel Olcottকে সেই প্রদর্শনী-মঞ্চের অধ্যক্ষ (Manager) করিবেন—স্থির করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার কোন বন্ধুর নিকটে Olcott এর পরিচয় এইরূপ দিয়াছিলেন—"I have so psychologised him that he does not know his head from his heels."—'আমি তাঁহাকে এমনি মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছি যে, কোন্‌টা পা কোন টা মাথা—এ জ্ঞান তাঁহার নাই।

মিলিয়া এক্ষণে প্রচার করিতে লাগিলেন যে নানাশ্রেণীর প্রেতাত্মা ও সূক্ষ্মশরীর-ধারীর দ্বারা নানাপ্রকার ভৌতিক ব্যাপার ও অলৌকিক কার্য্য সম্পাদিত হয় ও হইতে পারে। তাঁহারা প্রচার করিতে লাগিলেন যে এক সম্পূর্ণ অভিনব গুপ্তশক্তি পৃথিবীর সর্ব্বদেশে সর্ব্বপ্রকার ভৌতিককাণ্ডে ও অন্যান্য অলৌকিক কার্য্যে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে—প্রচার করিতে লাগিলেন এই সকল অতিবিস্ময়কর ঘটনার কারণ নির্দ্দেশ করিতে বর্ত্তমান জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। এই গুহ্যতত্ত্ব-নির্দ্দেশই Theosophyর বীজ ও প্রাণপদার্থ। তদনুসারে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ নভেম্বর আমেরিকার New York নগরে Blavatsky ও Olcott সাহেব "Theosophical Society" নাম দিয়া এক সভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। Colonel Olcott এই সমিতির জীবনযাবৎ সভাপতি (President) নির্ব্বাচিত হইলেন—আর Madame Blavatsky ইহার পত্রবিভাগীয় সম্পাদক (Corresponding Secretary) রূপে অধিষ্ঠিত হইলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সমিতি বুঝাইতে লাগিলেন যে বিশেষ বিশেষ শারীরিক-প্রক্রিয়া দ্বারা লব্ধ শক্তিবলে প্রেতাত্মা ও অন্যান্য সূক্ষ্মশরীরী সদাত্মাদিগের সহিত মনুষ্যের সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে এবং এই সকল সূক্ষ্মশরীরী সিদ্ধাত্মগণের নিকট হইতে সৃষ্টিতত্ত্ব জীবনতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিশ্বের সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব যথার্থতঃ অবগত হইতে পারা যায়।

Theosophyর জন্মভূমি যদিও এই আমেরিকাপ্রদেশ তথাপি ইহা ভারতভূমিতেই প্রধানতঃ লালিত পালিত ও সংবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং ভারত হইতে নির্ব্বাসিত বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়স্থান তিব্বত-

---

অন্য এক সময়ে Blavatsky বোম্বাইবাসী তাঁহার এক হিন্দু বন্ধুর নিকটে প্রেরিতপত্রে Olcottকে "a psychologised baby" 'মোহোপহত শিশু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সে যাহা হউক।

দেশেও ইহা কিছুকাল প্রবাস-যাপন করিয়াছে। সেই হেতু Theosophyর আদিস্তর পাশ্চাত্ত্যপ্রেততত্ত্বসম্ভূত—মধ্যস্তর বৌদ্ধধর্ম্মে ও অন্তস্তর হিন্দুধর্ম্মপুষ্ট। Theosophy-সমাজের প্রতিষ্ঠাতৃ-যুগল ধর্ম্মভূমি ভারতের অদ্বিতীয় ধর্ম্মোৎকর্ষের পরিচয়, তাঁহাদের Society-স্থাপনের বহুপূর্ব্ব হইতেই Max Müller-প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য-পণ্ডিতগণের গবেষণাফল হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা সত্বর ভারতবর্ষে আসিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কেবল প্রেতাত্ম-বিদ্যার কুহকে Theosophy আমেরিকায় আর প্রসার ও প্রতিপত্তিলাভ করিতেছে না দেখিয়া তাঁহারা Society-স্থাপনের প্রায় চারিবৎসর পরেই (১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে) ভারতবর্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই চারিবৎসরের মধ্যেই আমেরিকায় বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। অসত্যের প্রতি শ্রদ্ধা—অলীকের পূজা কখন স্থায়ী হইতে পারে না। অলৌকিকক্রিয়া-করণে Blavatsky ও Olcott এর প্রকৃত ক্ষমতা এবং নানাপ্রকার গুপ্তকৌশল ও প্রবঞ্চনা শীঘ্রই প্রকাশিত হইয়া পড়িল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মিশরের রাজধানী কাইরো নগরে অলৌকিকক্রিয়া-প্রদর্শন-ব্যাপারে Blavatskyর প্রবঞ্চনাকৌশল সর্ব্বপ্রথম লক্ষিত হইয়াছিল—তত্রত্য প্রবঞ্চনা-ক্রুদ্ধ নাগরিকগণের হস্ত হইতে ভাগ্যবলে আত্মরক্ষা করিয়া Blavatsky দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ সালে আমেরিকার দুই তিনটি নগরে Blavatskyর কুহক-প্রবঞ্চনা সাত আট বার ধরা পড়িয়াছিল। Theosophical Society-স্থাপনের কিছুকাল পরে যখন আমেরিকায় "New York Sun"নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক ও আর কয়েকজন সম্ভ্রান্তব্যক্তি অলৌকিকশক্তিপ্রচারী Colonel Olcottকে একটী উচ্চগৃহের বাতায়ন হইতে শূন্যমার্গে গমন করিতে অনুরোধ করেন তখন বিপদে পড়িয়া Olcott সাহেব তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"এই প্রকার শক্তিলাভ করিতে হইলে Theosophy-ধর্ম্মের গূঢ়বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চমার্গে সিদ্ধ

হইতে হয়—আমার এখনও সে সিদ্ধিলাভ হয় নাই, সে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে "হিমালয়"-প্রদেশে যাওয়া আবশ্যক।—এই সমস্ত ঘটনার অল্পকাল পরে Blavatsky ও Olcott ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। ভারতবর্ষে আসিয়াই তাঁহারা তাৎকালিক ধর্ম্মসংস্কারক সুপ্রসিদ্ধ বেদাচার্য্য পরমহংস স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর শরণাপন্ন হন। স্বামীজির শিষ্য হইবার জন্য Olcott সাহেব তাঁহার সমীপে এইরূপ আবেদন করেন—"Permit us to give you the name of our Teacher, our Father, our Chief. We will try to deserve by our actions so great a favour. We await your orders and will obey."—অর্থাৎ 'আপনাকে আমাদের গুরু—আমাদের পিতা—আমাদের প্রভু এই নামে অভিহিত করিবার অনুমতি দিন। আমরা কার্য্যের দ্বারা আপনার এই মহানুগ্রহ-লাভের যোগ্য হইতে চেষ্টা করিব। আমরা আপনার আদেশের অপেক্ষায় রহিলাম-যথাদেশ কার্য্য করিব।' এইরূপে স্বামী দয়ানন্দকে গুরুপদে বরণ করিয়া Blavatsky ও Olcott তাঁহার নিকট হইতে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশ যথাসাধ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের Theosophical Society দয়ানন্দ-প্রতিষ্ঠিত "আর্য্যসমাজ" এর একটি শাখাস্বরূপ গণ্য করিতে ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে এই গুরুশিষ্যসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। অভিনব এক Theosophy-সমাজ ভূমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করা যাঁহাদের আভ্যন্তরিক উদ্দেশ্য তাঁহারা আর্য্যসমাজের অধীন হইয়া বহুদিন থাকিতে পারিবেন কেন। Blavatsky ও Olcott শেষে দয়ানন্দের আচার্য্যত্ব অস্বীকার করিলেন এবং আর্য্য-সমাজের নানাপ্রকার নিন্দাও করিতে লাগিলেন। Blavatsky ও Olcottএর এই কৃতঘ্নতা-কলঙ্ক কে মোচন করিবে। তাঁহাদের দুইজনকে শিষ্যরূপে পাইয়া স্বামী দয়ানন্দ তাঁহাদের বিদ্যাবুদ্ধির সম্যক্ পরিচয়ই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাই তিনি তাঁহাদের এই গুরু-

মারণ-বিদ্যার বিঘোষণকালে সত্যের অনুরোধে লোকহিতার্থে এই কথা বলিয়াছিলেন যে—Balvatsky ও Olcott কর্তৃক যে সকল অপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপসাধনের সংবাদ পাওয়া যায় তাহা ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা—সে সকল Mesmerism ও নানাবিধ গুপ্তকৌশলের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে—কারণ তাঁহারা আর্য্য ঋষিগণের যোগসাধন-বিদ্যায় সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।—কাশীধামের ত্রৈলঙ্গস্বামীও এই কথা বলিয়াছিলেন—তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।—আচার্য্য দয়ানন্দের ও মহাযোগী ত্রৈলঙ্গস্বামীর এই কথা অল্পদিন পরে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিল। দয়ানন্দের আশ্রয় ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার আচার্য্যত্ব অস্বীকার করিয়া Blavatsky ও Olcott প্রচার করিতে লাগিলেন যে—তাঁহারা জগতের গুহ্যতত্ত্ব ও বিবিধ অলৌকিক শক্তি তিব্বত কাশ্মীর ও মিশরদেশের যোগসিদ্ধ সূক্ষ্মদেহধারী "মহাত্মা"গণের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রচার করিতে লাগিলেন যে এই "মহাত্মা"গণই তাঁহাদের একমাত্র গুরু—উপদেশ ও পরামর্শপ্রদানের প্রয়োজন হইলেই "মহাত্মা"রা অন্যের অদৃশ্য সূক্ষ্মশরীরে আসিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপন করেন অথবা বিচিত্রবেশধারী ভৌতিক দূত দ্বারা তাঁহাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন—কখনবা নানাদেশ হইতে আগত তাঁহাদের পত্রমধ্যে অলৌকিক উপায়ে নীল ও লোহিত অক্ষরে আপনাদের মন্তব্য লিখিয়াও দিয়া থাকেন।

Blavatsky বলিয়াছেন যে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে মিশরদেশীয় এক "মহাত্মা"-সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার গুহ্য কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। মৈশরীয় এই আশ্রমের নাম—"Brotherhood of Luxor—এই "ভ্রাতৃ-সম্প্রদায়" নাকি ঐন্দ্রজালিকবিদ্যায় সিদ্ধ ও অলৌকিক শক্তি-সম্পন্ন। Blavatskyর এই কথায় Olcott সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে Olcottএর সহিত এই মৈশরীয় "মহাত্মা"দিগের একজন সূক্ষ্মশরীরে তাঁহার প্রোকাষ্ঠে আসিয়া, তাঁহার সহিত দেখা করেন এবং আপনার শিরস্ত্রাণটি তথায় রাখিয়া

যান—এ কথা Olcott নিজমুখে বলিয়াছেন ও অনেককে সেই বিচিত্র নিদর্শনটি দেখাইতেও ছাড়েন নাই। Theosophyর এই সিদ্ধপুরুষগণকে প্রথম প্রথম "Brothers" অর্থাৎ "ভাই" বলা হইত। পরে হিন্দুধর্ম্মের অনুকরণে তাঁহাদিগকে "মহাত্মা" এবং "Masters" বা "গুরু" নামে অভিহিত করা হয়। Theosophyর প্রথম যুগে Serapis বা সংক্ষিপ্ত "S" নামধারী এক "মহাত্মা" Olcott ও তাঁহার প্রধান সহচর W. Q. Judgeএর সহিতও কথাবার্ত্তা চালাইতেন। এই যুগেরই আর একজন মহাত্মার আদ্যক্ষরি নাম ছিল "M"। Theosophical Societyর প্রধান কেন্দ্র আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে স্থাপিত হইলে এই "M" নামা মহাত্মা "Morya" নামে অভিহিত হইলেন। "ম"-হইতে "মরিয়া"-পরিণামী এই মহাত্মাই .মান্ হীরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বকথিত "মৌর্য্য-ঋষি"। আর এই 'ম-মরিয়া-মৌর্য্য' মহাত্মাই Madame Blavatskyর আকৈশোর শিক্ষাদীক্ষা-গুরু। পরে ইনি Olcottএরও দীক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে Blavatsky "কাশ্মীরি ভাই"—"Kashmiri-Brother" নামক এক মহাত্মার পরিচয় Olcott ও Judgeএর নিকটে দিয়াছিলেন। আমেরিকার এই "Kashmiri Brother" পরে ভারতবর্ষে "Koot Hoomi" নামে অভিহিত হন। মহাত্মা Koot Hoomiর পূরা নাম—Koot Hoomi Lal Singh। বিদ্যাবান্ হীরেন্দ্রনাথ বোধ হয় Koot Hoomiকে "কুথুম" বা তস্য অপত্যং পুমান্-"কৌথুমি" ঋষি নামে অভিহিত করিবেন! এই Koot Hoomi ও Moryaর সহিত পূর্ব্বোক্ত Sinnet ও ভারতখ্যাত "কংগ্রেস্"-বন্ধু Hume সাহেবের অনেক পত্র লেখালেখি চলিয়াছিল। সকল পত্রই কিন্তু Blavatskyর হাত দিয়া যাওয়া আসা করিত। মহাত্মাদিগের কথায় ভূরি ভূরি অসত্য ও অসঙ্গতি দেখিয়া Hume সাহেব শেষে বিরক্ত হইয়া Theosophy-ধর্ম্ম ত্যাগ করেন। নতুবা Sinnet সাহেব প্রকাশিত "Esoteric

Buddhism" অর্থাৎ গুহ্যবৌদ্ধতন্ত্র নামক গ্রন্থখানি এই Hume সাহেবই মহাৎমাদিগের উপদেশমত লিখিয়া প্রকাশ করিতেন। সে যাহাহউক—'ভাই-মহাৎমা'গণের অবস্থান-ভূমি মিশর ও কাশ্মীর হইতে অপসারিত করিয়া অবশেষে দুর্গম তিব্বতদেশে নির্দ্দিষ্ট করা হইল। তদবধি মহাৎমাগণ লোকলোচনের অগোচরে তিব্বতেই বাস করিতেছেন! Blavatskyর প্রধান শিষ্যগণ বলেন যে তিনি সুদীর্ঘ সপ্তবর্ষ এই মহাৎমাগণের নিকট অবস্থান করিয়া তাঁহাদের কৃপায় বিবিধ গুহ্য-তত্ত্ব ও গুহ্যশক্তির অধিকারিণী হইয়াছিলেন। এই গুহ্যবিদ্যাই Blavatsky ও Olcottএর অলৌকিক ক্রিয়াসাধনের মূল। সুধী-গণ! আপনারা এ সকল কথায় বিশ্বাস করুন আর নাই করুন—অভিনবধর্ম্মী "Theosophical"-সম্প্রদায় এ সমস্তই সত্য বলিয়া জ্ঞাত আছেন। ঈশ্বরে অবিশ্বাসিনী—Annie Besantও এ সকলে বিশ্বাস করেন। তিনি স্বয়ং স্বচক্ষে "মহাৎমা" সন্দর্শন করিয়াছেন—তাঁহার গুরু Blavatskyর নির্ব্বাণলাভের পর তিনি নিজে মহাৎমা Koot Hoomi ও Moryaর নিকট হইতে বহু পত্র পাইয়াছেন।

Colonel Olcottএর ভূত-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে। Annie Besantএর ভূত আরও অদ্ভুত। তাঁহার মতে—এ জগৎ ভূতে পরিপূর্ণ; আমরা ভূতের মধ্যে বাস করিতেছি—ভূত আমাদের আগুপাছু চলিয়াছে—পাশাপাশি চলি-তেছে। ভূত আমাদের দেহমধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছে—আমরা ভূতের দেহমধ্য দিয়া চলিতেছি—ভাল ভূত—মন্দ ভূত—রঙ্‌বেরঙের-তর বেতর ভূত চারিদিকে কিল্‌বিল করিতেছে!—এমন ভূতের ধর্ম্ম আপনারা মানিবেন না। হিন্দুধর্ম্মে "ভূতাপসারণ" করে—Theos-ophy-ধর্ম্মে ভূতের আবাহন করে—এমন ভূতের ধর্ম্ম আপনারা গ্রহণ করিবেন না। মনের যে উন্নত বা বিকৃত অবস্থা হইলে Theosophyর এই সকল গুহ্যতত্ত্বে বিশ্বাস করিতে পারা যায়

তাহা যাঁহাদের হইয়াছে তাঁহাদের আর কোন ভাবনা নাই। Theosophy-শাস্ত্রের দার্শনিকগণ তাঁহাদিগকে যাহা বলিবেন—যাহা বুঝাইবেন তাঁহারা সসম্ভ্রমে তাহাই বুঝিবেন ও অসঙ্কোচে তাহাই বলিবেন। Madame Blavatsky ও Olcott—Sinnet ও Countess Wachmeister—Annie Besant ও Leadbeater প্রভৃতি Theosophical-পুংস্ত্রী পণ্ডিতেরা বেদপুরাণাদি আর্য্য-শাস্ত্রের যথা যথা ব্যাখ্যা করিবেন তাঁহারা তথা তথা শিরোধার্য্য করিয়া আপনাদিগকে প্রকৃত আর্য্যধর্ম্মী মনে করিয়া চরিতার্থ হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অবিদ্যার ইন্দ্রজালে সৎশাস্ত্রাশ্রয়ত্যাগী অসতর্ক ব্যক্তি এমনি মুগ্ধ হয়—সনাতনে অবিশ্বাসী, নূতনের কুহকে এমনি কবলিত হয়!

সে যাহা হউক—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে Theosophical Society আমেরিকার New York সহরে প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রায় চারি বৎসর পরে Madame Blavatsky ও Colonel Olcott ভারতবর্ষে আগমন করেন। এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে Theosophical Societyর প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই নগরে স্থাপিত হয়। পরে ১৮৮২ সালের শেষভাগে সেই আশ্রম মান্দ্রাজের "আদিয়ার" (Adyar) নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল। সে অবধি Theosophy-ধর্ম্মের এই প্রধান আশ্রম এই স্থানেই আছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি Theosophy-সমাজের সর্ব্বপ্রথম দল ভারতের বোম্বাই বন্দরে অবতীর্ণ হন।—যখন বোম্বাই তীরে—

এসেছিল তারা জয়ডঙ্কা তুলে—
তখন তাহারা কজন ছিল?

মাত্র চারিজন—Madame Blavatsky—Colonel Olcott ও

তাঁহাদের নবদীক্ষিত দুইজন ইংলণ্ডীয় সহচর। অধুনা Theosophical Societyর প্রায় চারিশত শাখা ভূমণ্ডলের নানাদেশে বিরাজিত। যে বৎসর Theosophical Societyর উক্ত চতুরগ্রণী ভারতবর্ষে উপস্থিত হইলেন সেই বৎসরই M. Coulomb ও তৎপত্নী Madame Coulomb তাঁহাদের সহিত এ দেশে মিলিত হন। এই Coulomb-দম্পতির সহিত Blavatskyর প্রথম পরিচয় মিশরদেশে হইয়াছিল। ইঁহারা দুইজনে ক্রমে তাঁহার সবিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহারাই শেষে "প্রিয়প্রাণহন্তৃ"বৎ কার্য্য করিয়াছিলেন। সে কথা পরে হইবে। ভারতবর্ষে আসিবার পরবৎসরেই অর্থাৎ ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে Olcott ও Blavatsky ভারতের উত্তরাঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বৌদ্ধভূমি সিংহলদ্বীপে যাত্রা করেন ও সেখানে আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচয় দেন। ১৮৮২ সালে তাঁহারা মান্দ্রাজ অঞ্চলে পরিভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে থাকেন। এই বৎসরই Olcott পুনর্ব্বার লঙ্কাদ্বীপে গমন করেন। পরবৎসর তাঁহারা বঙ্গদেশের নানাস্থানে Theosophy সম্বন্ধে বক্তৃতাদি করেন। ভারতবর্ষ ও সিংহলের সর্ব্বস্থলেই তাঁহারা অসাধারণ সমাদর ও সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ Indian Mirror ও Amrita Bazar পত্রিকা সহস্রমুখে Theosophical Societyর গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই আসিংহল হিমালয়-সঞ্চরণকালে Blavatsky ও Olcott ভারতবাসিগণকে বিবিধ অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন। তাৎকালিক সংবাদ-সংগ্রহ হইতে জানা যায় যে Olcott সাহেব সিংহলে বুদ্ধদেবের নামোচ্চারণ করিয়া—পক্ষঘাতাদি দুঃসাধ্যরোগগ্রস্ত ৫০ জন লোককে রোগমুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৮৩ অব্দে বাঙ্গালাদেশে অবস্থানকালে তিনি নাকি অলৌকিকশক্তিবলে সর্ব্বশুদ্ধ ২৮১২ জন রোগীর দুঃসাধ্যরোগের উপশম করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় ১০।১১ বৎসর পরে Olcott যখন কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন প্রবন্ধলেখকানুজ শিরীষচন্দ্র

তাঁহার সহিত একদিন সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। দুশ্চিকিৎস্য-চক্ষুরোগে অন্ধ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোককে তিনি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। অসাধ্য-সাধন-সিদ্ধ Olcott ভদ্রলোকটির চক্ষু পরীক্ষা করিয়া উক্ত যুবককে বলিলেন—"কিছুকাল হইল গুরু আমার শক্তি হরণ করিয়াছেন—লোকহিতের নিমিত্ত তিনি আমাকে কতকগুলি অলৌকিকশক্তি কিছুদিনের জন্য দিয়াছিলেন—সে সকল শক্তি এখন আর আমাতে নাই, তবে...('এইরূপ এইরূপ') উপায় অবলম্বনে এই বৃদ্ধের চক্ষুর উপকার হইতে পারে। আপনাকেও দেখিতেছি ক্ষীণদৃষ্টি (Short-sighted)—আপনিও এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া দেখিতে পারেন।"---এই সদুপদেশ প্রাপ্তির পর সিদ্ধপুরুষ Olcottকে ধন্যবাদ দিয়া শিরীষচন্দ্র তথা হইতে চলিয়া আসেন। সে যাহা হউক—সে সময়ে Colonel Olcottএর অলৌকিকশক্তি না থাকিলেও দশবৎসরপূর্ব্বে তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথা দেশবিদেশে কীর্ত্তিত হইয়াছিল। Olcott ও Madame Blavatskyর অলৌকিক-ক্রিয়াকলাপের সংবাদ সভ্যজগতে তখন এমনই গুরুতরভাবে বিঘোষিত হইতে লাগিল যে সে বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণ করিবার জন্য ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের "Psychical Research Society" (মনস্তত্ত্বানু-সন্ধান-সমিতি) একটি বিশেষ পরিষদ্ গঠিত করিয়া ভারতবর্ষ ও পৃথিবীর অন্যান্যদেশে স্থাপিত Theosophy-আশ্রম হইতে তথ্য-সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই বিচক্ষণ পরিষদের অনুসন্ধানফল Theosophy-সমাজের মৃত্যুশর-স্বরূপ হইল। Spiritualism, Mesmerism, Clairvoyance প্রভৃতি বিস্ময়কর ব্যাপারের সত্যা-সত্য পরীক্ষার জন্য উক্ত Psychical Society বিজ্ঞানদর্শনের মহাতীর্থ Cambridge নগরে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক Professor Sidgwick এই মনস্তত্ত্ব-সমিতির সভাপতি। এই সমিতির নির্দেশানুসারে Theosophy-সমাজ-প্রচারিত অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরীক্ষার জন্য যে পরিষদ্ গঠিত

হইল তাহার সভ্য হইলেন—Professor Sidgwick (স্বয়ং)—Professor Gurney—Professor Hodgson—বিখ্যাত পরলোক-তত্ত্বানুসন্ধী F. W. H. Myers—Professor Podmore—Professor Slack ও অধ্যাপক Sidgwickএর বিদুষীপত্নী Mrs. Sidgwick। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে Madame Blavatsky ও Colonel Olcott যখন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন তখন এই পরিষদ্ তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে পরীক্ষা করেন। এই সঙ্গে তাঁহাদের সহচর পূর্ব্বোক্ত Sinnet সাহেব ও Theosophy-ধর্ম্মে তদানীং-মাতোয়ারা ইদানীং-বিশ্বাসহারা শ্রীযুত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়েরও সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ১৮৮৪ সালের শেষভাগে অধ্যাপক Hodgson ভারতবর্ষে আসিলেন। তিনমাস যাবৎ অনুসন্ধানকার্য্য সবিশেষ ও সবিস্তার সম্পন্ন করিয়া ১৮৮৫ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলেন। তিনি যখন ভারতবর্ষে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন এমন একটি ঘটনা ঘটে যাহাতে তাঁহার অনুসন্ধানকার্য্যে মহাসুযোগ উপস্থিত হয়। Madame Blavatskyর সবিশেষ অনুগৃহীত অতিপ্রিয় পূর্ব্বোল্লিখিত Coulomb-দম্পতি কয়েক বৎসরযাবৎ Theosophy-সমাজের প্রধান কেন্দ্র মান্দ্রাজের 'আদিয়ার' (Adyar)-আশ্রমে সর্ব্বপ্রধান সুবিশ্বস্ত কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৮৪ সালে কোন এক বিশেষকারণে Coulomb-দম্পতি আদিয়ার আশ্রম হইতে বিতাড়িত হইলেন। তাঁহাদের নিকটে Koot-Hoomi প্রভৃতি "মহাত্মা"গণের লিখিত ৭০।৮০ খানি অতি গোপনীয় পত্র ছিল। আশ্রম-তাড়িত কুপিত Coulomb-দম্পতি সেই পত্রগুলি অবিলম্বে প্রকাশিত করিয়া দিলেন। এই সকল পত্রাদি অধ্যাপক Hodgson স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তিনি Coulomb-দম্পতি ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ বহুব্যক্তির সাক্ষ্যগ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এইরূপে সুদীর্ঘকাল বহু আয়াস স্বীকার করিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুসন্ধান-

পরিষদ্ Theosophical Society সম্বন্ধে জ্ঞাতব্যবিষয়গুলি সংগ্রহ-পূর্ব্বক সেগুলির যথোচিত আলোচনা করিলেন। পরিষদের পণ্ডিতবর্গ এই আলোচনার ফলে যে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহার মর্ম্মানুবাদ এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে—

(১) প্রথম—Coulomb-দম্পতি "মহাত্মা"-লিখিত যে সকল পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সেগুলি সবিশেষ পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ জানা গিয়াছে যে—পত্রগুলি সমস্তই Madame Blavatskyর স্বহস্ত-লিখিত—Koot Homi বা Morya নামক কোন "মহাত্মা"র লিখিত নহে।

(২) দ্বিতীয়—Blavatsky কয়েকজন বিশ্বস্ত শিষ্য ও কর্ম্মচারীর সহিত গুপ্তপরামর্শ করিয়া নানাপ্রকার গূঢ়কৌশলে বহুবিধ ভৌতিক ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। "মহাত্মা"গণের পত্রাদি প্রেরণের জন্য মান্দ্রাজের 'আদিয়ার' (Adyar)-আশ্রমের ছাদে ও পশ্চাদ্ভাগে প্রকোষ্ঠের গাত্রে সুগুপ্ত ছিদ্র ও সুরঙ্গাদি আছে। এই প্রবঞ্চনাব্যাপারে Colonel Olcott ও লিপ্ত। *

(৩) তৃতীয়—"মহাত্মা"গণের অস্তিত্ব ও তাঁহাদের অলৌকিক শক্তিসম্বন্ধে Theosophical Society যে সকল কথা প্রচার করেন তাহা বঞ্চনা ও কুহকপ্রপঞ্চমূলক—সেগুলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার কোন হেতু নাই।

(৪) চতুর্থ—অধ্যাপক Hodgson এর অনুসন্ধান-বিবরণ ব্যতীত অন্যান্যস্থল হইতেও পরিষদ্ সবিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন যে Madame Blavatsky অপরলোকের কথিত ও লিখিত বহুবিষয় আপনার পুস্তকপত্রাদিতে নিজস্ব-রূপে সঙ্কলিত করিবার পর যখন

* যে সকল সহচর ও অনুচরের সাহায্যে এই শঠ-যন্ত্র পরিচালিত হয় তাহাদের মধ্যে Coulomb-দম্পতি—দামোদর মবালঙ্কার—'বাবাজীনাথ'-নামধারী কৃষ্ণস্বামী ও বাবুলা এই কয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়—তখন সে বিষয়গুলি তিনি "মহাৎমা"-প্রসাদাৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এই বলিয়া আপনার অপহরণদোষ খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

(৫)পঞ্চম—সকল দিক্ হইতে সবিশেষ বিচার করিয়া পরিষদ্ Madame Blavatsky সম্বন্ধে এই শেষ কথা বলিতেছেন—"Theosophical Societyর" প্রতিষ্ঠাত্রী Madame Helena Blavatskyকে আমরা গুপ্ত-"মহাৎমা"-মণ্ডলের প্রতিনিধি মনে করি না—তাঁহাকে সামান্যা প্রবঞ্চনা-জীবিনীমাত্র বলিয়াও আমরা মনে করিতে পারি না—আমাদের মতে তিনি একজন বিচিত্রগুণসম্পন্না—অতিচতুরা—কৌতুকময়ী—কপট-পটীয়সী রমণীরূপে ইতিহাসে চির-স্মরণীয়া হইবার অধিকারিণী।*

Madame Blavatsky ও তৎপ্রতিষ্ঠিত Theosophical Society সম্বন্ধে Cambridge Psychical Research Societyর অভিমত ত এইরূপ। এক্ষণে সুধীগণ! আপনারা স্থির করুন ইংলণ্ডের এই বিদ্বৎ-সমাজের মত উপেক্ষিত হইবার উপযুক্ত কি না। যদি Theosophy-ধর্ম্মকে সারসত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন তবে অধ্যাপক Sidgwick প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গের সিদ্ধান্ত ঘৃণ্যবোধে ত্যাগ করিতে হইবে। আপনারা এই দুঃসাহসের কার্য্য করিতে পারিবেন কি। আপনারা পারুন আর নাই পারুন—Annie Besant কিন্তু পারিয়াছিলেন। Theosophy সমাজভুক্ত হইবার জন্য যে দিন তিনি Blavatskyর সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন সে দিনের বিবরণ তিনি আপনিই দিতেছেন—শ্রবণ করুন—

"For our own part, we regard her (Madame Blavatsky) neither as the mouthpiece of hidden seers, nor as a mere vulgar adventuress; we think she has achieved a title to permanent remembrance as one of the most accomplished, ingenious, and interesting impostors in history."—Prof. Sidgwick's Report.

"H. P. Blavatsky looked at me piercingly for a moment : 'Have you read the report about me of the Society for Psychical Research ?' 'No, I never heard of it, so far as I know.'—'Go and read it, and, if, after reading it, you come back—well.' * * * I borrowed a copy of the report, read and re-read it. Quickly I saw how slender was the foundation on which the imposing structure was built. * * * Everything turned on the veracity of the Coulombs, and they were self-stamped as partners in the alleged frauds. Could I put such against the frank fearless nature that I had caught a glimpse of,—against the proud fiery truthfulness that shone at me from the clear blue eyes—honest and fearless as those of a noble child ? Was the writer of 'The Secret Doctrine' this miserable impostor, this accomplice of tricksters, this foul and loathsome deceiver, this conjurer with trap-doors and sliding panels ? I laughed aloud at the absurdity, and flung the report with the righteous scorn of an honest nature that knew its own kin when it met them, and shrank from the foulness and baseness of a lie. The next day ... I signed an application to be admitted as a Fellow of the Theosophical Society"—Annie Besant

এর এই সদর্প উক্তির মর্ম্ম এই—'Blavatskyর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে যাইয়া তাঁহারই আদেশমত তাঁহার সম্বন্ধে Cambridge-"মনস্তত্ত্ব-সমিতি"র সিদ্ধান্ত পাঠ করিলাম। একাধিকবার পাঠে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি অতি ক্ষীণ। Coulomb-দম্পতির কথার উপরেই সমস্ত নির্ভর করিতেছে। Blavatsky-র সেই উদার নির্ভীক চরিত্রের বিরুদ্ধে এই সকল আত্মনিন্দকের কথা

আমি কি আরোপ করিতে পারি—যে গর্ব্বময় তেজোময় সত্য-জ্যোতিঃ সেই স্বচ্ছ সুনীল অকপট নেত্রযুগল হইতে আমার মুখোপরি প্রতিভাত হইতেছিল তাহার সান্নিধ্যে আমি কি এই কুৎসা-কালিমা ধারণ করিতে পারি। এই সকল অসম্ভব সংবাদ পাঠ করিয়া আমি উচ্চ হাস্যে সত্যপ্রিয় হৃদয়ের সমুচিত ঘৃণার সহিত মনস্তত্ত্বসমিতির সিদ্ধান্ত-পত্র দূরে নিক্ষেপ করিলাম। Theosophical Societyর সভ্য হইবার জন্য পরদিনই আবেদনপত্র পাঠাইয়া দিলাম।'—

Blavatskyর গুণমুগ্ধ Annie Besant ত এইরূপ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথে গমন করিতে যদি কেহ প্রস্তুত থাকেন ত অগ্রসর হউন। আমরা কিন্তু Besant এর কথায় ভুলিব না। আমরা Psychical Research Societyর সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করিতে পারিব না—আমরা বিবি Besantএর দীক্ষাগুরু সেই 'স্বচ্ছসুনীল-সত্যজ্যোতির্নয়না' Helena Petrovna Blavatskyর 'গুহ্য তন্ত্র' গ্রহণ করিব না—আর তাঁহার এবং তাঁহার মন্ত্রমুগ্ধ ("Psychologised baby") Colonel Olcott এর অকীর্ত্তিকাহিনীও বিস্মৃত হইব না। সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম আমরা পূজ্যপাদ স্বদেশীয় আচার্য্য ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতেই গ্রহণ করিব—Blavatsky-বেসান্তি ব্যাখ্যায় কর্ণপাত করিব না।

শাস্ত্রের বৈদেশিকব্যাখ্যাগ্রহণের প্রবৃত্তি-সম্বন্ধে, অসাধারণ প্রতিভাশালী অদ্বিতীয় শাস্ত্রপারদর্শী মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় তাঁহার "হিন্দুদর্শন" বিষয়ক বক্তৃতামালার একস্থলে এইরূপ উপহাস করিয়া গিয়াছেন—

"সকলেই জানেন যে শ্রীমতী এনি বেসাণ্ট ভারতে আসিয়া আমাদের কৃতবিদ্যদিগকে ভারতীয় ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া থাকেন; এবং কোন কোন কৃতবিদ্য তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ হন। ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করিব কি দুঃখ প্রকাশ করিব

বুঝিতে পারিতেছি না। কারণ, আমাদের কৃতবিদ্যমণ্ডলী নিজধর্ম্মে শ্রদ্ধাবান্ হন ইহা যেমন আনন্দের বিষয়—ভারতীয় ধর্ম্মের উপদেশ পাশ্চাত্যদিগের নিকট লইতে হয়, পাশ্চাত্যদিগের উপদেশ ভিন্ন নিজ ধর্ম্মে শ্রদ্ধার উদয় হয় না—ইহা সেইরূপ দুঃখের বিষয়। শ্রীমতী কিন্তু ভারতীয় আচার্য্যদিগের প্রদত্ত উপদেশের কোন কোন অংশ পরিব্যক্ত করেন মাত্র—অধিক কিছুই বলেন না। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়। ... পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মুখে না শুনিলে আমাদের কোন কোন কৃতবিদ্য কোন বিষয়েই তেমন আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না।"*

পূর্ব্বোক্ত মনস্তত্ত্ব-সমিতির সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইবার পর হইতেই Theosophy-সমাজের প্রতি অনেকের অশ্রদ্ধা জন্মিল। তৎসমাজ-ভুক্ত তদ্ধর্ম্মভক্ত বহুব্যক্তি ইহার সংস্রব ত্যাগ করিলেন। Blavatsky তাঁহার গুহ্যতন্ত্র-প্রতিষ্ঠায় হতাশ হইয়া কিছুদিন পরে মান্দ্রাজের আশ্রম ত্যাগ করিয়া ইউরোপ যাত্রা করিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আর ফিরিয়া আসেন নাই। মৃত্যুর প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার ভারত-ত্যাগের কারণবিষয়ক এক পত্রে এইরূপ দুঃখ-প্রকাশ করিয়াছিলেন— (Since my departure from India) "devotion to the Masters has dwindled away ... ... With the exception of Colonel Olcott everyone seems to banish the Masters from their thoughts and their spirit from Adyar. Every imaginable incongruity was connected with these holy names, and I alone was held responsible for every disagreeable event that took place * * *" অর্থাৎ—'আমার ভারত-ত্যাগের পর

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীগোপালবসুমল্লিক-স্থাপিত "Fellowship" এর Lectures—দ্বিতীয়বর্ষ (বেদান্ত), চতুর্থ "লেক্‌চর"।

হইতে "মহাৎমা-গুরু"গণের প্রতি লোকের ভক্তি অন্তর্হিত হইয়াছে। Colonel Olcott ব্যতীত আর সকলেই 'মহাৎমা'দিগকে মানস-ক্ষেত্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। 'আদিয়ার'-আশ্রমেও মহাৎমাগণের প্রভাব আর প্রবেশ করিতে পায় না। ইঁহাদের পবিত্রনামের সহিত মানুষের অনুমেয় সর্ব্বপ্রকার অযৌক্তিক কথা সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে এবং (Theosophy সমাজসম্বন্ধে) যত প্রকার অসঙ্গত ঘটনা ঘটিয়াছে সে সকলেরই জন্য একমাত্র আমাকেই দায়ী করা হইয়াছে।'

মৃত্যুর পূর্ব্বে কপটচারিণী Blavatskyর প্রায়শ্চিত্ত এইরূপে হইয়াছিল। প্রায় চারি বৎসর হইল Colonel Olcott'ও দেহত্যাগ করিয়াছেন। অধুনা—Annie Besant স্বীয় প্রতিভাবলে Theosophy-সমাজ-বৃক্ষের শীর্ষ-কুসুমস্বরূপ শোভা পাইতেছেন। তিনি যীশুখ্রীষ্টসম্বাদ, নিরীশ্বরবাদ, জড়বাদ ও আরও কত কি বাদবিসম্বাদ ছাড়িয়া এক্ষণে Theosophy-তন্ত্রের সিদ্ধা ভৈরবী হইয়া হিন্দুর প্রধানতীর্থ বারাণসী-ধামে শান্তিকুঞ্জ স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্ত্যবিদ্যাভিমানী নব্যসম্প্রদায়কে নবহিন্দুধর্ম্মের উপদেশ দিতেছেন। বিশ্বেশ্বরের সেই প্রাচীন কাশীর মধ্যে তিনি এক নূতন কাশী সৃষ্টি করিয়াছেন। পুরাকালে বেদবিভাগ-কর্ত্তা মহর্ষি ব্যাস ভেদবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া স্বমত-প্রতিষ্ঠার জন্য বারাণসীর পরপারে এক নূতন কাশী করিয়াছিলেন। আর একালে শ্বেতাঙ্গী Besant-বিবি Spiritualism, Buddhism ও Pantheism এই ত্রিধাতু-গঠিত এক অপূর্ব্ব ত্রিশূল ভগবান্ শঙ্করের বারাণসী-বক্ষে স্থাপিত করিয়া তদুপরি এক তৃতীয় কাশী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু ব্যাসের কাশী বাসের কাশী হয় নাই। ব্যাসকাশীতে মুক্তির সম্ভাবনা নাই। ব্যাসকাশীতে মৃত্যু ঘটিলে আত্মার কি গতি হয় তাহা জানিয়া মোক্ষকামী কোন হিন্দুই সেস্থলে বাস করিতে

সাহস করেন না। যখন ব্যাসের কাশীতে মনুষ্যের অদৃষ্টে এই ঘটে—তখন 'বৈসান্তি' কাশীতে যাঁহারা বাস করিবেন তাঁহাদের যে শেষে কি পরিণতি হইবে তাহা সুধীগণ একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন !

সংক্ষেপে, Theosophical Societyর ইতিবৃত্ত ও Theosophy-ধর্ম্মের প্রকৃতি আলোচিত হইল। এই সংক্ষিপ্ত সমালোচনা হইতে বুঝা গেল—Theosophy যথার্থই একটি ভয়াবহ পরধর্ম্ম—ইহা অসার, অসম্বদ্ধ, অলীক ও অপ্রামাণ্য বিষয়সমূহের এক মহা ইন্দ্রজাল। ইহা প্রেততত্ত্ব-বৌদ্ধধর্ম্ম—হিন্দুধর্ম্ম এবং Blavatsky-Besantএর কল্পিত বিচিত্রতত্ত্বের সংমিশ্রণে সৃষ্ট। এই Theosophyর অর্থ যদি হীরেন্দ্রনাথ-ব্যাখ্যাত "ব্রহ্মবিদ্যা" হয় তবে এই ব্রহ্মবিদ্যার অর্থ এইরূপ করিতে হইবে—ইহা বৈদিক ব্রহ্মের বিদ্যা নহে—ইহা পৌরাণিক ব্রহ্মার বিদ্যাও নহে ; ইহা এক আধুনিক অভিনব ব্রহ্মার বিদ্যা। এই Theosophy-ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ বটে। ইহার প্রথম মুখ—কিম্ভূতকিমাকার অতিপ্রকাণ্ড এক ভূতের মুখ। দ্বিতীয় মুখ—বোধিসত্ব বুদ্ধদেবের বিচিত্রচিত্রিত নির্ব্বাণোন্মুখ মুখ। তৃতীয় মুখ—নৈশরতিব্বতায় কাল্পনিক কিম্পুরুষের "কুৎ-হুম্"-জাতীয় কুৎসিত মুখ। আর ইহার চতুর্থ মুখ—আর্য্যধর্ম্মের নিরাকার ব্রহ্মসত্তার অপচ্ছায়া-চাদিত ভ্রান্তিময় Pantheismএর মায়াময় মুখ। এই অভিনব-চতুর্ম্মুখ অদ্ভুত ব্রহ্মার বিদ্যাই Theosophy ধর্ম্মের "ব্রহ্মবিদ্যা" !

তবে—Annie Besant ও তাঁহার হীরেন্দ্রনাথ-প্রমুখ শিষ্যগণ উচ্চকণ্ঠে এই অভিনব-চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার গুণগান করিতে থাকুন—

আর আমরা—

সনাতনধর্ম্মের তেত্রিশ বা তেত্রিশকোটি দেবতা লইয়া তাঁহারই ধ্যান-নিদিধ্যাসনে নিমগ্ন হইতে প্রযত্ন করি—যাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে উপনিষদ্ উপদেশ করিতেছেন—

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥

অশুদ্ধি-শোধন

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধি	শুদ্ধি
১ (পূর্ব্বভাষ)	৯	Theo-	Theos-
১ ,,	১০	sophy	ophy
১৮	২৪	শিষা	শিষ্যা
১৯	১৭	আর্ষা	আর্য্য
২০	১৮	Chemisty	Chemistry
২৯	১২	-শ্রেষ্ঠপণ্ডিত	-শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত
৩১	১	আবার	আর
৩১	৯	নাস্তিকমস্তিষ্ক	নাস্তিক্য-মস্তিষ্ক
৩২	২৭	impassibility	impassability (?)
৩২	৩১	the the	the
৩৮	৩	হিন্দুধর্ম্মপুষ্ট	হিন্দুধর্ম্মে পুষ্ট
৪০	২৬	প্রোকাষ্ঠে	প্রকোষ্ঠে
৮৩	১২	তীরে	কূলে